Visit http://www.asram.org

১ম সপ্তাহ

সোমবার

প্রথম পাঠ - রো ১:১-১৭

প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি

আমি পল, খ্রীষ্টযীশুর দাস, প্রেরিতদূত হতে আহূত। আমাকে ঈশ্বরের সুসমাচারের উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে, যে সুসমাচার দেবেন বলে ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রবাণীতে তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে আগে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এই সুসমাচার তাঁর আপন পুত্রেরই বিষয়ে, যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত, পবিত্রতার আত্মা অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সপরাক্রমেই ঈশ্বরের পুত্র বলে নিযুক্ত,—তিনি আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে সকল জাতিকে চালিত করি; তাদের মধ্যে তোমরাও আছ, যারা যীশুখ্রীষ্টেরই হবার জন্য আহূত। রোমে ঈশ্বরের প্রিয়জন যারা, পবিত্রজন হতে আহূত যারা, তোমাদের সকলের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি নিজের আত্মায় যাঁর আরাধনা করে থাকি, সেই ঈশ্বর নিজেই আমার সাক্ষী যে, আমার প্রার্থনাকালে আমি তোমাদের কথা নিরন্তর স্মরণে রাখি, সবসময় যাচ্‌না করে থাকি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি কোন প্রকারে তোমাদের কাছে যেতে অবশেষে সুযোগ পেতে পারি। কেননা তোমাদের দেখতে আমি বড়ই আকাঙ্ক্ষী, যাতে এমন আত্মিক অনুগ্রহদান তোমাদের প্রদান করতে পারি যেন তোমরা সুস্থির হয়ে উঠতে পার; এমনকি, তোমাদের ও আমার যে পারস্পরিক বিশ্বাস আছে, তা দ্বারা তোমাদের মধ্যে আমি নিজেও যেন তোমাদের সঙ্গে দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে পারি। ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, যদিও এতক্ষণে বাধা পেয়েছি, তবু আমি তোমাদের কাছে আসবার জন্য বারবার সঙ্কল্প নিয়েছি, বিজাতীয় অন্য সকল মানুষের মধ্যে যেমন ফল পেয়েছি, তেমনি তোমাদের মধ্যেও যেন কোন ফল পেতে পারি। হ্যাঁ, আমি গ্রীক ও ভিনভাষীদের কাছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের কাছে—সকলেরই কাছে আমি ঋণী; সেইজন্য আমার পক্ষ থেকে আমি রোম-নিবাসী তোমাদেরও কাছে সুসমাচার প্রচার করতে আগ্রহী।

কেননা সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক—যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম, কারণ সুসমাচারেই প্রকাশিত আছে ঈশ্বরের ধর্মময়তা যা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমনটি লেখা আছে: *বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।*

শ্লোক রো ৩:২৪,২৫; ৫:১

প্র আমাদের সকলকে বিনামূল্যে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের সাধিত মুক্তি দ্বারা।
উ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।
প্র বিশ্বাসগুণে ধর্মময় হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি।
উ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা ১ম পুস্তক ৭-৯

রোমীয়েরা যে বিশ্বাস স্বীকার করে তা সেই একই বিশ্বাস যা সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে

তাঁর দ্বারা আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে সকল জাতিকে চালিত করি। সাধু পল বলেন, তিনি সেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই অনুগ্রহ ও প্রৈরিতিক দায়িত্ব পেয়েছেন, যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিত্ব। অনুগ্রহ পরিশ্রমে ধৈর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, আর প্রৈরিতিক দায়িত্ব প্রচারের অধিকারের সঙ্গেই সম্পর্কিত। স্বয়ং খ্রীষ্টই প্রেরিত বলে অভিহিত, কেননা তিনি পিতা থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, এমনকি তিনি বলেছিলেন, দরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং যা কিছু খ্রীষ্টের, তিনি তা তাঁর আপন শিষ্যদেরও দান করেন। *তোমার ওষ্ঠ অনুগ্রহে উচ্ছ্বসিত:* একথা অনুসারে তিনি আপন প্রেরিতদূতদেরও কাছে অনুগ্রহ দান করেন যা লাভে তাঁরা পরিশ্রমের মধ্যেও যেন বলতে পারেন, *তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি—আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে।* আর যেহেতু তাঁর বিষয়ে একথা লেখা রয়েছে যে খ্রীষ্টে *আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজক আছে,* সেই যীশুরই প্রতি মন নিবদ্ধ রাখ, সেজন্য তিনি আপন শিষ্যদেরও কাছে প্রৈরিতিক মর্যাদা দান করেন তাঁরাও যেন ঈশ্বরের প্রেরিত হতে পারেন।

যে বিজাতিরা ঈশ্বরের ঐশপ্রকাশ থেকে দূরে ছিল ও ইস্রায়েলের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল না, তাদের পক্ষে সুসমাচারে বিশ্বাস রাখা অসম্ভবই হত, যদি-না থাকত সেই অনুগ্রহ যা প্রেরিতদূতদের দেওয়া হয়েছিল; আর সেই অনুগ্রহ গুণে বিজাতিরা প্রেরিতদূতদের প্রচারে বিশ্বাসের প্রতি অনুগত হল, এবং খ্রীষ্ট-নামের স্বরধ্বনি সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, ফলে সেই রোমবাসীদেরও কানে পৌঁছে গেল যাদের কাছে প্রেরিতদূত বলেন, *সেই সকলের মধ্যে তোমরাও আছ, যারা যীশুখ্রীষ্টেরই হবার জন্য আহূত।* পল বলেন, তিনি নিজে প্রেরিতদূত হতেই আহূত; রোমীয়েরাও আহূত বটে, তবু তারা প্রেরিতদূত হতে নয়, বরং বিশ্বাসের আনুগত্যে পুণ্যবান হতেই আহূত। আহ্বান যে নানা প্রকার, এপ্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা

করেছিলাম।

প্রথমে আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। যতবার পল কারও কাছে লেখেন, ততবার তিনি সকলের জন্য ধন্যবাদ জানান, যেভাবে এবারও, রোমীয়দের কাছে লিখে, তিনি তা করেন। তাই তিনি সবসময় ধন্যবাদ জানিয়েই শুরু করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো স্তুতির অর্ঘ্য উৎসর্গ করার নামান্তর হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন *যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা,* অর্থাৎ কিনা মহাযাজক দ্বারাই ধন্যবাদ জানাই। কেননা যে কেউ ঈশ্বরের কাছে বলি উৎসর্গ করতে চায়, তার জানা উচিত, মহাযাজকের মধ্য দিয়েই তা উৎসর্গ করা প্রয়োজন। কিন্তু এসো, একটু ভেবে দেখি কেন প্রেরিতদূত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান; তিনি বলেন, *কেননা তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে।* এতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, রোমীয়েরা যে বিশ্বাস স্বীকার করে, তা সেই একই বিশ্বাস যা সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে: কেবল পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেও সেই বিশ্বাস বিস্তৃত, কেননা খ্রীষ্ট আপন রক্তে পৃথিবীতে শুধু নয়, স্বর্গে যা কিছু আছে তাও পুনর্মিলিত করেছেন; আর তাঁর নামে পৃথিবীর শুধু নয়, স্বর্গ ও পাতালের যত প্রাণীও হাঁটু পাত করে। এভাবেই তো বিশ্বাস সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে, যাতে করে সেই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নিখিল বিশ্ব ঈশ্বরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে।

শ্লোক রো ১৫:১৫-১৬; ১১:১৩

প্র ঈশ্বর দ্বারা আমাকে এ অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টযীশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি,

উ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

প্র বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত বলে আমি আমার সেবাদায়িত্বের গৌরব প্রকাশ করি,

উ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - রো ১:১৮-৩২

অভক্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ

ভ্রাতৃগণ, বাস্তবিকই, যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে, কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের কাছে প্রকাশ্য, যেহেতু ঈশ্বর নিজে তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন: তাঁর অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে; ফলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত সেই মানুষদের কিছু নেই, কারণ ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি; বরং তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে। নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে। এজন্য ঈশ্বর তাদের নিজেদের মনের নানা অভিলাষ অনুসারে এমন অশুচিতার হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই নিজেদের দেহের অসম্মান ঘটায়, কারণ তারা ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে বিনিময় করেছে, এবং সৃষ্টবস্তুকেই পূজা ও আরাধনা করেছে—সেই সৃষ্টিকর্তাকে নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।

তাই ঈশ্বর জঘন্য রিপুর হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন: তাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃতিক যৌন সম্পর্ককে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে বিনিময় করেছে; তেমনিভাবে পুরুষেরাও প্রাকৃতিক নারী-সম্পর্ক ত্যাগ করে একে অপরের কামনায় জ্বলে পুড়েছে—পুরুষে পুরুষে তারা কুৎসিত কর্ম সাধন করেছে, ফলে নিজেরাই নিজেদের ভ্রান্তির যোগ্য প্রতিফল পেয়েছে। আর যেহেতু তারা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি, সেজন্য ঈশ্বর ভ্রষ্ট মনের হাতেই তাদের ছেড়ে দিয়েছেন; ফলে যা অনুচিত, তারা তা-ই করে থাকে। তারা সব রকম অধর্ম, দুষ্টতা, লোলুপতা ও শঠতায় পরিপূর্ণ; হিংসা, নরহত্যা, বিবাদ, ছলনা ও অনিষ্ট কামনায় ভরা; তারা পরনিন্দুক, পরচর্চা-প্রিয়, ঈশ্বরের শত্রু, উদ্ধত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, অপকর্মে মেধাবী, পিতামাতার অবাধ্য, নির্বোধ, অবিশ্বস্ত, হৃদয়হীন, মমতাহীন। তারা ঈশ্বরের সেই বিচার জানেই বটে, যা অনুসারে যারা তেমন কাজ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য, কিন্তু তবু তারা সেইসব করতে থাকে; আর শুধু তা নয়, যারা সেইসব করে, তাদের সমর্থনও তারা করে।

শ্লোক রো ১:২০; প্রজ্ঞা ১৩:৫,১

প্র ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণ বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে;

উ বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার দর্শন পাওয়া যায়।

প্র ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ।

উ বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার দর্শন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি — উপদেশ ৩:১

ভুল বিবিধ, সত্য এক

যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে। সাধু পলের সুবুদ্ধি লক্ষ কর, কেমন করে তিনি চেতনা দানের কোমল সুর ছেড়ে ভর্ৎসনার ভয়ানক বাণী

উচ্চারণ করেন। সুসমাচারই পরিত্রাণ ও জীবনের উৎস, ও ঈশ্বরের পরাক্রমই পরিত্রাণ ও ধর্মময়তা সাধন করেছে, একথা বলার পর পরেই তিনি এমন ভর্ৎসনা-বাণী উচ্চারণ করেন যাতে তাদেরই ভয় দেখাতে পারেন যারা তাঁর অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দ্বারা নয়, বরং শাস্তির ভয় দ্বারাই পুণ্যের দিকে বেশি আকর্ষিত, সেজন্য তিনি চেতনাদানের সঙ্গে ভর্ৎসনা মিশ্রিত করেই তাদের আকর্ষণ করেন। আর আসলে ঈশ্বর রাজ্যের প্রতিশ্রুতিই শুধু দেননি, ভর্ৎসনার সঙ্গে নরকের কথাও উল্লেখ করলেন; নবীরাও ইহুদীদের কাছে একসময় পুরস্কার ও একসময় শাস্তির বাণী দিতেন। তাই পলও মধুরতা ছেড়ে কঠোরতা ব্যবহার ক'রে প্রকৃতপক্ষে সময়-উপযোগী বাণী দেন, এবং দেখান যে, মধুরতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকেই উদ্গত ছিল, কিন্তু ভর্ৎসনা ছিল মানুষদের শিথিলতার ফল। তিনি আগে আমাদের সামনে পুরস্কারের কথা উপস্থাপন করেন, যেভাবে নবী বলেন, *তোমরা অনুগত ও বাধ্য হলে ভূমির উত্তম ফল খাবে; কিন্তু জেদি ও অবাধ্য হলে খড়্গাই তোমাদের খেয়ে ফেলবে।* একইভাবে পল আপন বাণী পরিবেশন করেন: তিনি বলেন, খ্রীষ্ট আমাদের ক্ষমা, ধর্মময়তা ও জীবন দিতে এসেছেন—আর তা অল্প দামে ঘটেনি, তিনি বরং এর জন্য ক্রুশমৃত্যুই বরণ করলেন; আর যা অধিক আশ্চর্যের বিষয় তা তাঁর দানগুলির বদান্যতা শুধু নয়, বরং তিনি যা ভোগ করলেন, তাই। ফলে তোমরা এ দানগুলি তুচ্ছ করলে, এগুলি তোমাদের জন্য চিরন্তন শোকের কারণ হয়ে উঠবে।

এবার লক্ষ কর তিনি কেমন করে অন্য সুর শোনান; তিনি বলেন, *ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।* তেমন ক্রোধ এজীবনে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও যুদ্ধে প্রকাশ পায়, যা দ্বারা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে সকলেই শাস্তি ভোগ করে। তবে নতুন কিছু কী হতে পারবে? নতুনত্ব এ হবে যে, ভাবী সাধারণ শাস্তি গুরুতর হবে, তার উদ্দেশ্যও অধিক ভিন্ন হবে, কেননা এখন সমস্ত শাস্তি সংস্কারমূলক, তখন কিন্তু হবে দন্ডমূলক; এমর্মেই পল বলেন, *আমরা এখন শাসিত, যেন আমরা জগতের সঙ্গে বিচারাধীন না হই।*

অথচ আজ অনেকেরই ধারণা, আমাদের সমস্ত দুর্দশা ঊর্ধ্ব থেকে নয়, মানুষ থেকেই আসে; কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায্যতা তখনই স্পষ্ট প্রকাশ পাবে, যখন তিনি ভয়ঙ্কর বিচারাসনে বসে আদেশ দেবেন এদের যেন চিরন্তন অগ্নিতে, ওদের বাহ্যিক অন্ধকারে, আবার অন্যদের এমন নানা দন্ডে টেনে হিঁচড়িয়ে নিয়ে ফেলা হয় যা চিরন্তন ও এড়ানোর অতীত।

তাহলে তিনি কেন স্পষ্ট বলেন না, মানবপুত্র প্রত্যেকজনের কাছে নিজ নিজ কাজের হিসাব চাইতে অসংখ্য দূতবাহিনীর সঙ্গে আসবেন, বরং বলেন, *ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হচ্ছে?* কারণ যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা তখনও নবদীক্ষিত ছিল, ফলে তাদের এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, যা তাদের বিশ্বাস-ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যা মজবুত, তা নিয়ে শুরু করবে। তাছাড়া আমার মতে তিনি বিধর্মীদেরও উদ্দেশ করে কথা বলছিলেন, আর এজন্যই তিনি প্রথমে সেভাবে কথা বললেন যেভাবে আমরা দেখেছি, আর তারপরে খ্রীষ্টের সেই বিচারের কথা উল্লেখ করলেন যা *সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপর প্রকাশিত হচ্ছে, যারা অধর্মের মধ্যে সত্যের প্রতিরোধ করে।* আর এখানে তিনি দেখান যে, ভক্তিহীনতার পথ অনেক, কিন্তু সত্যের দিকে পথ এক। ভুলভ্রান্তি বহুবিধ, বহুমুখী ও উন্মত্ততাজনক, কিন্তু সত্য এক।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৩:১; রো ১:২১

প্র ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ।

উ কারণ দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তারা তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন।

প্র তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে;

উ কারণ দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তারা তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন।

বুধবার

প্রথম পাঠ - রো ২:১-১৬

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার

হে মানুষ, তুমি যেই হও না কেন, যদি বিচার কর, তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত তোমার আর কিছু নেই; কারণ পরের বিচার করে তুমি নিজেকেই দোষী করে থাক; কেননা যাদের বিচার করছ, তুমি তাদেরই মত সেইসব করে থাক। অথচ আমরা জানি, যারা তেমন কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যসম্মত। হে মানুষ, যারা তেমন কাজ করে, তুমি যখন তাদের বিচার করে থাক ও সেইসঙ্গে নিজেও তেমন কাজ করে থাক, তখন তুমি কি ভাবছ, তুমি ঈশ্বরের বিচার এড়াবে? না কি তাঁর মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য, ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ করে তুমি বুঝে উঠতে পার না যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? কিন্তু তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ: *তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন:* যারা সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে, তাদের জন্য থাকবে অনন্ত জীবন; কিন্তু যারা ঈর্ষায় ভরে সত্যের প্রতি অবাধ্য ও অধর্মের প্রতি বাধ্য, তাদের উপরে ক্রোধ ও রোষ নেমে আসবে। প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ অপকর্ম করে, তেমন মানুষের উপরে ক্লেশ ও মর্মযন্ত্রণা নেমে আসবে। কিন্তু প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ সৎকর্ম করে, তার উপর নেমে আসবে গৌরব, সম্মান ও শান্তি। কেননা ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই। যত মানুষ বিধানবিহীন অবস্থায় পাপ করেছে, বিধানবিহীন অবস্থায় তাদের বিনাশ হবে; আর বিধানের অধীনে থেকে যত মানুষ পাপ করেছে, বিধান দ্বারাই তাদের বিচার করা হবে। কারণ যারা বিধান কানে শোনে, তারা যে ঈশ্বরের কাছে ধর্মময় এমন নয়; যারা বিধান পালন করে, তাদেরই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা

হবে। তাই যে বিজাতীয়রা কোন বিধান পায়নি, তারা যখন সহজাত বিচারবোধ দ্বারা বিধান অনুসারে আচরণ করে, তখন বিধান না পাওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেরাই নিজেদের বিধান হয়ে ওঠে। তারা দেখায় যে, বিধান যা যা দাবি করে, তা তাদের হৃদয়ে খোদাই করে লেখা আছে; তাদের বিবেকও একই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, এবং একই প্রকারে তাদের নিজেদের চিন্তা-ধারণাই হয় তাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, না হয় তাদের পক্ষ সমর্থন করে। তেমনি ঘটবে সেই দিনে, যেদিন ঈশ্বর—আমার সুসমাচারের কথা অনুসারে—যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা মানুষের গোপন সবকিছু বিচার করবেন।

শ্লোক রো ২:৪,৫; সিরা ১৬:১৫

℣ মানুষ, ঈশ্বরের মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য, ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ করে তুমি কি বুঝে উঠতে পার না যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? কিন্তু তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ:—

℟ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের যে দিন।

℣ তিনি সমস্ত অর্থদানের প্রতি লক্ষ রাখেন; প্রত্যেকের প্রতি যে যার কর্ম অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে সেই দিনটিতে—

℟ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের যে দিন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা ২য় পুস্তক ৭

ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই

প্রেরিতদূত কীভাবে ইহুদীদের পর পরেই বিধর্মীদেরও গৌরব ও সম্মান ও শান্তির সহভাগী করেন? আমার মনে হয় এ পদে প্রেরিতদূত তিনটে শ্রেণী উপস্থাপন করেন। তিনি প্রথমে তাদেরই কথা বলেন, *যারা সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে, ও যাদের কাছে ঈশ্বর অনন্ত জীবন দান করবেন।* সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠতা তাদেরই মধ্যে অবশ্যই বিরাজ করে যারা বিশ্বাসের জন্য লড়াই ও সংগ্রাম করে চলে; স্পষ্টভাবে তিনি সেই খ্রীষ্টানদেরই কথা ইঙ্গিত করেন যাদের মধ্যে সাক্ষ্যমরেরা উৎপন্ন হন। তেমন কথা প্রেরিতদূতদের কাছে প্রভুর এ বাণী দ্বারাও প্রমাণিত: *জগতে তোমাদের নানা ক্লেশ ভোগ করতে হবে; জগৎ আনন্দ করবে, তোমরা কিন্তু শোক করবে;* আর কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলে চলেন, *তোমাদের নিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে।* সুতরাং খ্রীষ্টানদের বৈশিষ্ট্যই এ যুগে দুর্দশা ও শোক ভোগ করা, কেননা তাদেরই তো অনন্ত জীবন।

তুমি কি জানতে চাও কেমন করে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর ছাড়া আর কারও অনন্ত জীবন নেই? তবে ত্রাণকর্তার নিজের কণ্ঠস্বর শোন; তিনি সুসমাচারে স্পষ্টভাবে বলেন, *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।* ফলে যে কেউ একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর সেই পিতাকে ও তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে স্বীকার করে না, সে অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত। কেননা এ জানা ও এ বিশ্বাসকেই অনন্ত জীবন বলা হয়। সুতরাং এ হল খ্রীষ্টানদের প্রথম শ্রেণী: যারা সৎকর্মে নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গৌরব ও সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করলেন বিধায় যিনি ইতস্তত না করে বলেন, *আমিই সেই পথ, সেই সত্য ও সেই জীবন,* তিনি তাদের অনন্ত জীবন দান করবেন। অনন্ত জীবন হল সেই খ্রীষ্ট যাঁর মধ্যে সমস্ত মঙ্গলদানের পূর্ণতা বিরাজিত।

দ্বিতীয় শ্রেণী তাদেরই লক্ষ করে *যারা ঈর্ষায় ভরে সত্যের প্রতি অবাধ্য ও অধার্মিকতার প্রতি বাধ্য, যাদের ভাগ্যে ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও মর্মযন্ত্রণা* অনিবার্য; একথা সেই সকলের বেলায় প্রযোজ্য যারা দুষ্কর্ম করে—প্রথমে ইহুদীর ও পরে গ্রীকেরও বেলায় প্রযোজ্য কথা। তেমন মানুষকে তৃতীয় এক শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত ক'রে তিনি তাদের কাছে মঙ্গলদানের প্রতিফল প্রতিশ্রুত হন; তিনি বলেন, *প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ সৎকর্ম করে, তার উপর নেমে আসবে গৌরব, সম্মান ও শান্তি।* যতদূর বোঝা যেতে পারে, তিনি সেই ইহুদী ও বিধর্মীদেরই কথা ইঙ্গিত করছেন যারা এখনও বিশ্বাসী নয়।

বস্তুতপক্ষে, যে বিধর্মীরা বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরজ্ঞানে পৌঁছেও তাঁকে ঈশ্বর বলে মহিমান্বিত করেননি বিধায় প্রেরিতদূত যখন তাদের দণ্ডিত করেন, তখন কেমন করে আমরা এও ভাবব না যে, তারা যখন তাঁকে ঈশ্বর বলে জেনে ঈশ্বর বলে মহিমান্বিতও করবে, তখন প্রেরিতদূত তাদের প্রশংসা করতে পারবেন না? এমনকি তিনি কি তাদের প্রশংসা করতে বাধ্য নন? একটি মানুষ যেমন তার দুষ্কর্মের জন্য দণ্ডের যোগ্য হল, সে তেমনি যে তার সৎকর্মের ফলে সৎকর্মের পুরস্কারেরই যোগ্য গণ্য হবে, একথা আমার মতে সন্দেহের অতীত। দেখ কেমন করে প্রেরিতদূত বলেন, *আমাদের সকলকেই তো ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে; আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে,* অর্থাৎ কিনা ভাল-মন্দ বিষয়ে কৈফিয়ত দেবে। এ থেকে সেই সিদ্ধান্ত অনুমেয় যা তিনি একই পত্রে যোগ দেন, *ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই।*

শ্লোক রো ১৪:১১; জাখা ৮:২২

℣ লেখা আছে: আমার জীবনের দিব্যি—একথা বলছেন প্রভু—প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে,

℟ এবং প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার করবে।

℣ বহুজাতির মানুষ ও শক্তিশালী দেশ সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে ও প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে যেরুসালেমে আসবে;

℟ এবং প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার করবে।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - রো ২:১৭-২৯

ইস্রায়েলের অবাধ্যতা

তুমি যদি নিজেকে ইহুদী বলে অভিহিত কর, বিধানের উপর ভরসা রাখ, ঈশ্বরে গর্ব করে থাক, ও বিধানের শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা জান ও যা কিছু শ্রেয় তা নির্ণয় করতে পার, এবং নিশ্চিত আছ যে, তুমিই অন্ধদের পথ-দিশারী, ও যারা অন্ধকারে বসে আছে তুমিই তাদের আলো, তুমিই বুদ্ধিহীনদের গুরু ও সরলদের শিক্ষক কারণ বিধানে তুমি জ্ঞান ও সত্যের মূর্ত পরিচয় পেয়েছ, তাহলে তুমি যে পরকে শিক্ষা দিচ্ছ, কেনই বা নিজেকে শিক্ষা দাও না? তুমি যে প্রচার করছ, চুরি করতে নেই, তুমি কি চুরি কর? তুমি যে বলছ, ব্যভিচার করা নিষেধ, তুমি কি ব্যভিচার কর? তুমি যে প্রতিমাগুলো জঘন্যই মনে করছ, তুমি কি দেবালয়ের সবকিছু লুট কর? তুমি যে বিধানে গর্ব করছ, তুমি কি বিধান লঙ্ঘন করে ঈশ্বরকে উপেক্ষা কর? বাস্তবিকই যেমনটি লেখা আছে, *তোমাদের কারণেই ঈশ্বরের নাম জাতিগুলির মধ্যে নিন্দার বস্তু হচ্ছে!*

পরিচ্ছেদন তো ভাল জিনিস বটে—যদি তুমি বিধান পালন কর! কিন্তু তুমি যদি বিধান লঙ্ঘন কর, তবে তোমার পরিচ্ছেদন নিয়ে তুমি অপরিচ্ছেদিতেরই মত। সুতরাং অপরিচ্ছেদিত একটি মানুষ যদি বিধানের বিধিনিয়ম পালন করে, তাহলে তার সেই অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়ও সে কি পরিচ্ছেদিত মানুষ বলে পরিগণিত হবে না? এমনকি, দৈহিক ভাবে অপরিচ্ছেদিত হয়েও যে কেউ বিধান পালন করে, সে-ই তোমার বিচার করবে—তুমি যে বিধানের অক্ষর ও পরিচ্ছেদন নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বিধান লঙ্ঘন করছ। কেননা বাইরে যে ইহুদী সে ইহুদী নয়, এবং বাইরে দেহেই করা যে পরিচ্ছেদন তা পরিচ্ছেদন নয়। সে-ই বরং ইহুদী, অন্তরে যে ইহুদী; এবং সেটাই পরিচ্ছেদন, হৃদয়ের যে পরিচ্ছেদন—যা অক্ষরের নয়, আত্মারই ব্যাপার! তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।

শ্লোক রো ২:২৮,২৯

℟ দেহেই করা যে পরিচ্ছেদন তা পরিচ্ছেদন নয়, সেটাই বরং পরিচ্ছেদন, হৃদয়ের যে পরিচ্ছেদন—যা অক্ষরের নয়, আত্মারই ব্যাপার!
℣ তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।
℟ বাইরে যে ইহুদী সে ইহুদী নয়, সে-ই বরং ইহুদী, অন্তরে যে ইহুদী।
℣ তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা সাম ৩৬:১৬

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সেই খ্রীষ্টের বশীভূত হয়ে থাক

প্রভুর বশীভূত হয়ে থাক, তাঁকে মিনতি জানাও। তুমি ঈশ্বরের বশীভূত হয়ে থাক; আর শুধু তা নয়, প্রভুকে মিনতিও জানাও, যাতে তোমার বশীভূত হওয়ার প্রচেষ্টা পূর্ণ করতে পার, যেমন এ কথাও লেখা আছে, *প্রভুকে প্রকাশ কর তোমার পথ, তাঁর উপর ভরসা রাখ।* তুমি যে তোমার পথ প্রকাশ করবে, তা যথেষ্ট নয়, তোমাকে প্রভুর উপর ভরসাও রাখতে হবে। প্রকৃত বশ্যতা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ব্যাপার নয়, বরং গৌরবময় ও উৎকৃষ্ট ভাব; কেননা সে-ই ঈশ্বরের বশীভূত, যে প্রভুর ইচ্ছা পালন করে। পরিশেষে কেইবা জানে না যে দেহগত প্রজ্ঞার চেয়ে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা শ্রেয়? উপরন্তু আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত, কিন্তু দেহগত প্রজ্ঞা নয়। তাই তুমি খ্রীষ্টের বশীভূত হয়ে থাক, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে আঁকড়িয়ে থাক, তাতে বিধান পূর্ণ করবে। খ্রীষ্ট পিতার ইচ্ছা পালন করায়ই বিধান পূর্ণ করলেন বিধায় নিজে হলেন বিধানের সার্থকতা ও ভালবাসার পূর্ণতা, কেননা পিতাকে ভালবেসে তিনি নিজের সমস্ত আসক্তি তাঁর ইচ্ছার দিকে চালিত করলেন।

এজন্য প্রেরিতদূত তাঁর গৌরব বিষয়ে বলেন, *সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু—সবারই মধ্যে।* এবং নিজের বিষয়ে তিনি বলেন, *আমার প্রাণ কি ঈশ্বরের বশীভূত নয়? তাঁর কাছ থেকেই তো আসে আমার পরিত্রাণ।*

অবশেষে তিনি দুর্বলতার খাতিরে নয়, বরং ভক্তির খাতিরেই আপন মাতাপিতা মারীয়া ও যোসেফের বশীভূত ছিলেন। কেননা খ্রীষ্টের এই তো সর্বোত্তম গৌরব, তিনি যেন সকল মানুষের অন্তরে নিজেকে সঞ্চার করে সকলকে দুষ্টতার ভক্তিহীনতা ও অধর্মের আসক্তি থেকে আহ্বান করেন, যাতে করে তাদের সকলকে নিজের প্রতি বশীভূত করতে পারেন।

তিনি সবকিছু নিজের প্রতি বশীভূত করার পর, সকল জাতি তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করার পর, সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবার পর, ও নিখিল বিশ্ব খ্রীষ্টে একদেহ হবার পর, তখন সকল যাজকের মহাযাজকরূপে তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে স্বর্গীয় বেদির উপরে আপন দেহ নৈবেদ্যরূপে অর্পণ করবেন যেন সকলের বিশ্বাসই বলিদান হতে পারে—আর এভাবে তিনি নিজেও পিতার বশীভূত হবেন। ফলে, এ বশ্যতা ভক্তির বশ্যতা, কেননা প্রভু যীশু আপন দেহে পিতার বশীভূত হবেন, আর আমরাই তো তাঁর সেই দেহ ও অঙ্গগুলি! অতএব, তুমি খ্রীষ্টের বশীভূত হও, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বশীভূত, বাণীর বশীভূত, ধর্মময়তার বশীভূত, সদ্‌গুণের বশীভূত হও, কেননা খ্রীষ্টই এসব কিছু! প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের বশীভূত হোক, কেননা তিনি কেবল একটি মানুষকে নয়, সকলকেই শেখান সকলেই যেন নিজ হৃদয় বশীভূত করে ও নিজ আত্মা বশীভূত করে ও নিজ দেহ বশীভূত করে, যাতে করে স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু সবারই মধ্যে। সুতরাং সে-ই বশীভূত, যে অনুগ্রহে পূর্ণ, যে খ্রীষ্টের জোয়াল তুলে বহন করে ও প্রভুর আজ্ঞাগুলো সৎসাহসের সঙ্গে ও নির্দ্বিধায় পালন করে।

শ্লোক হিব্রু ১৩:২১; ২ মা ১:৪

℟ ঈশ্বর মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন;

℟ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।
℣ তিনি তাঁর বিধান ও তাঁর আজ্ঞাগুলি গ্রহণের জন্য আপনাদের মন উদার করুন;
℟ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - রো ৩:১-২০

সকল মানুষই পাপের কর্তৃত্বের অধীনস্থ

ইহুদী হওয়ায় কী লাভ? পরিচ্ছেদনের কী মূল্য? তা মহান—সবদিক দিয়েই! প্রথমে এই কারণে যে, তাদেরই হাতে ঈশ্বরের দৈববাণী সকল তুলে দেওয়া হয়েছে। তাদের কেউ কেউ যে অবিশ্বস্ত হয়েছে, তাতে কী? তাদের অবিশ্বস্ততা কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা বাতিল করতে পারে? দূরের কথা! একথাই বরং স্বীকার করা হোক যে, ঈশ্বর সত্যনিষ্ঠ, প্রতিটি মানুষ মিথ্যাচারী, যেমনটি লেখা আছে, *তুমি যেন তোমার বাণীতে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হও, এবং তোমার বিচারালয়ে বিজয়ী হয়ে দাঁড়াতে পার।* কিন্তু আমাদের অধর্মময়তা যদি ঈশ্বরের ধর্মময়তা স্পষ্ট করে তোলে, তবে কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের উপর তাঁর ক্রোধ নামিয়ে আনেন, তখন—আমি তো মানুষেরই মত কথা বলছি—তিনি কি ধর্মময় নন? দূরের কথা! কারণ তাহলে ঈশ্বর কেমন করেই বা জগতের বিচার করবেন? কিন্তু আমার মিথ্যাচারিতায় যদি ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠা তাঁর গৌরবার্থে উপচে পড়ে, তবে আমি কেনই বা এখনও পাপী বলে বিচারিত হচ্ছি? তবে কেনই বা আমরা বলব না, 'এসো, অপকর্ম করি যেন উত্তম ফল ফলে', ঠিক যেভাবে নিন্দা করে কেউ কেউ বলে, আমরাই নাকি এমন কথা বলে থাকি? তেমন লোকদের শাস্তি সত্যিই ন্যায্য! তবে কী? আমরাই কী শ্রেষ্ঠ? দূরের কথা! কারণ আমরা একটু আগে ইহুদী বা গ্রীক সকলেরই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছি যে, সকলেই পাপের অধীন, যেমনটি লেখা আছে:

ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই।
সুবুদ্ধিসম্পন্ন কেউ নেই, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ নেই।
সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।
ওদের গলদেশ খোলা কবরেরই মত,
ওদের জিহ্বা তোষামোদে পটু;
ওদের ঠোঁটের পিছনে কেউটের বিষ,
ওদের মুখ অভিশাপে ও তিক্ততায় পূর্ণ,
ওদের পা রক্তপাতের দিকে ছুটতে ব্যস্ত,
ওরা যেই পথে যায়, সেখানে ধ্বংস ও বিনাশ,
শান্তির পথ ওরা জানে না;
ওদের চোখের সামনে ঈশ্বরভয় নেই।

এখন তো আমরা জানি, বিধান যা কিছু বলে, তা তাদেরই জন্য বলে যারা বিধানের অধীন, যেন প্রতিটি মুখ বন্ধ করা হয় ও সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরের বিচারের অধীনে আনা হয়। এজন্য বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা *কোন মানুষ তাঁর সম্মুখে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে না,* কারণ বিধান দ্বারা মানুষ কি কি পাপ, তা-ই মাত্র জানতে পারে।

শ্লোক সাম ৫৩:৩,৪; রো ৩:২৩,১০
℣ স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।
℟ তারা সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার; সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।
℣ সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, যেমনটি লেখা আছে, ধার্মিক বলতে এমন কেই নেই, একজনও নেই।
℟ তারা সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার; সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা সাম ৪৩:৭৬-৭৭

এই যে মাংস যা ছিল মৃত্যুর ছায়া তা প্রভুর অনুগ্রহে উজ্জ্বল হতে লাগল

আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, মাংস অনেক কিছু দ্বারা নমিত তথা, বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ দ্বারা ও সেই দুর্বলতা দ্বারাও যার মধ্য দিয়ে ভুলের উৎপত্তি হল। আর যদিও অতি সাধারণ নয় এমন প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সাপ দ্বারা মাংস প্রবঞ্চিত হয়েছিল, তবু পাপে লিপ্ত হওয়ার আগে অতি সাধারণ নয় এমন অনুগ্রহ তার ছিল: আদম ঈশ্বরের সম্মুখেই ছিলেন, পরমদেশেই জীবনযাপন করতেন, স্বর্গীয় অনুগ্রহেই উজ্জ্বল ছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গেই কথা বলতেন! তুমি কি কোথাও পড়েছ, তাঁর নিজের অপরাধ তাঁকে নমিত করার আগে তিনি নমিত হয়েছিলেন? তিনি নিজ দোষের উত্তরাধিকার আমাদের কাছে পর্যন্তই সম্প্রদান করে এলেন, যার ফলে এ দেহে সঙ্কুচিত হয়ে আমরা দেহ ছেড়ে ঈশ্বরের প্রতি আসক্ত হতে চাই না। এভাবে আমরা আমাদের আত্মা নমিত করছি, যে আত্মা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে উন্নীত হবার জন্য সচেষ্ট। এ ক্ষয়শীল দেহ তার ভারে আত্মাকে চাপিয়ে রাখে, এবং পৃথিবীতে আমাদের এ বসতিকাল এতই প্রভাবশালী যে, ঈশ্বরে ধ্যানরত মন

প্রায়ই সংসারের দিকে আনত হয়, এমনকি ঈশ্বরের অধীন হতে অক্ষম, কারণ দৈহিক জ্ঞান কোন অধীনতা মানে না ও আমাদের যত আসক্তিতে বাধা দেয়।

আমাদের নিজেদের বিষয়ে একথা বলে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মাংস বিষয়ে কী বলব? তেমন মাংস তিনি পূর্ণ বাস্তবতায়ই তো ধারণ করলেন, আর সেজন্য *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে নমিত করলেন।* মনোযোগ দাও ও সমস্ত দিক ভেবে দেখ। দেখ কেমন করে তিনি আমাদের দেহের রূপ স্বেচ্ছায়ই ধারণ করলেন ও মানুষের সাদৃশ্যে মানুষ হয়ে আমাদের দাসের দশা গ্রহণ করলেন—কেবল দেহের সাদৃশ্যে নয়, বরং পাপী মানুষেরই সাদৃশ্যে, কেননা সমস্ত মানুষই তো পাপের অধীন। এজন্য তিনি মানুষের মত প্রতীয়মান হলেন: দেহের দিক দিয়ে মানুষ, কিন্তু কাজের দিক দিয়ে মানুষের ঊর্ধ্বে। তিনি বলেন, মানুষ হিসাবে তিনি *নিজেকে নমিত করলেন*, কেননা ঈশ্বর তাদের মুক্ত করতে এলেন যারা নমিত হয়েছিল; ফলে তিনি আমাদের জন্য নিজেকে নমিত করলেন।

তাহলে তাঁর দেহ মৃত্যুর দেহ নয়, বরং জীবনেরই দেহ; তাঁর মাংসও মৃত্যুর ছায়া নয়, বরং গৌরবের প্রভা; আর তেমন দেহে দুঃখ-শোকের কোন স্থান নেই, সেই দেহে বরং রয়েছে সকলের জন্য সান্ত্বনার অনুগ্রহ। তিনি নিজেকে নমিত করলেন তুমি যেন শিখতে পার বিনম্রতা কী। শোন তিনি কী বলেন, *তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়।* তিনি নিজেকে নমিত করলেন তুমি যেন উন্নীত হও, কেননা *যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।* তবু যারা নিজেদের নমিত করে, তারা যে সকলেই উন্নীত হবে তেমন নয়, কেননা অপরাধ অনেককেই সর্বনাশ পর্যন্ত নমিত করে। কিন্তু প্রভু মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে নমিত করলেন যেন মৃত্যুদুয়ার থেকে উন্নীত হতে পারেন।

এই যে, দেখ খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, দেখ তাঁর মঙ্গলদান। খ্রীষ্ট এলে পর এই যে মাংস যা ছিল মৃত্যুর ছায়া, তা প্রভুর অনুগ্রহে উজ্জ্বল হতে ও নিজে থেকে আলো দিতে লাগল; এজন্য লেখা রয়েছে, *তোমার চোখ তোমার দেহের প্রদীপ।*

শ্লোক কল ১:২১-২২; রো ৩:২৫

℣ তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,

℟ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

℣ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

℟ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

শনিবার

প্রথম পাঠ - রো ৩:২১-৩১

ধর্মময়তা-লাভ বিশ্বাস থেকে আগত

এখন বিধানের ভূমিকা বাদে ঈশ্বরের দেওয়া সেই ধর্মময়তা প্রকাশিত হয়েছে যা বিষয়ে বিধান ও নবীদের সাক্ষ্যও রয়েছে: ঈশ্বরের দেওয়া এই ধর্মময়তা যীশুখ্রীষ্টে স্থাপিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের সকলেরই জন্য, যারা বিশ্বাস করে; আর কোন প্রভেদ নেই: যেহেতু সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, কিন্তু তাঁরই অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে খ্রীষ্টযীশুর সাধিত মুক্তিকর্ম দ্বারা। তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন, যেন তিনি তাঁর আপন ধর্মময়তা দেখাতে পারেন—কেননা প্রাচীনকালে ঈশ্বর পাপের প্রতি সহিষ্ণুতাই দেখিয়েছিলেন, আর এখন, এই বর্তমানকালে, তিনি তাঁর নিজের ধর্মময়তা দেখাচ্ছেন, যেন নিজেই ধর্মময় হয়ে থাকেন ও তাকেও ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করতে পারেন যে যীশুতে-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত।

তবে আমাদের সেই গর্বের আর কী হল? তা দূর করে দেওয়া হয়েছে! কোন্ বিধান দ্বারা? কর্মের বিধান দ্বারা? না; বিশ্বাসেরই বিধান দ্বারা। কেননা আমাদের বিবেচনায় বিধানের আদিষ্ট কর্ম ছাড়া বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। নাকি ঈশ্বর কেবল ইহুদীদেরই ঈশ্বর, বিজাতীয়দেরও কিন্তু নন? নিশ্চয়ই তিনি বিজাতীয়দেরও ঈশ্বর! কারণ ঈশ্বর এক, আর তিনি বিশ্বাসের ফলে পরিচ্ছেদিতদের, এবং বিশ্বাস দ্বারা অপরিচ্ছেদিতদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন। তবে আমরা কি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বিধান বাতিল করছি? দূরের কথা! বরং বিধানকে তার আসল স্থানেই বসাচ্ছি।

শ্লোক রো ৩:২৪,২৫; ৫:১০

℣ ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের সাধিত মুক্তি দ্বারা।

℟ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

℣ ঈশ্বরের শত্রু হওয়ার সময়ে আমরা তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি,

℟ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা ১:১৪-১৫

বিধান, নবী, সুসমাচার ও প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই প্রভু আমাদের শিক্ষাদান করেছেন

তুমি আদেশ করেছ, মানুষ যেন তোমার আদেশমালা সযত্নেই মেনে চলে। আহা! তোমার বিধিকলাপ মেনে চ'লে আমার পথ সকল সুস্থির হোক। তবে তোমার সকল আজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে আমি লজ্জায় পড়ব না। তুমি যে আদেশ করেছ, মানুষ যেন তোমার আদেশমালা মেনে চলে, তা শুধু নয়, বরং আদেশ করেছ, মানুষ যেন তা সযত্নেই মেনে

চলে। তিনি কখন এ আদেশ দিয়েছেন? পরমদেশে আদমকে তিনি সেই আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত তা সযত্নেই মেনে চলতে আদেশ করেননি; এজন্যই নিজ স্ত্রীর গলায় মুগ্ধ হয়ে ও সাপ দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে আদমের পতন হয়েছিল: মনে করছিলেন, তিনি আদেশ সম্পূর্ণরূপে না মেনে নিলেও দণ্ড তত গুরুতর হবে না। অথচ তিনি একবার সেই আদেশের পথ ছেড়ে তা সম্পূর্ণরূপেই ছাড়লেন, সবকিছু হারিয়ে ফেললেন ও নিজেকে উলঙ্গ দেখলেন!

এজন্য প্রভু যখন দেখলেন, আদম পরমদেশে থাকলেও পতিত হয়েছিলেন, তখন বিধান, নবী, সুসমাচার ও প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই তোমাকে নির্দেশবাণী দিলেন তুমি যেন তোমার প্রভু ঈশ্বরের আদেশমালা সযত্নেই মেনে চল। তিনি বলেন, তোমার অনর্থক যে কোন কথার জন্যও তোমাকে হিসাব দিতে হবে। নিজেকে প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না: প্রতিটি আদেশের এক মাত্রা ও এক বিন্দু পর্যন্ত লোপ পাবে না। পথ থেকে সরে যেয়ো না: পথে থেকেও তুমি যখন দস্যুর হাত থেকে প্রায়ই রেহাই পাও না, তখন পথ ছেড়ে দস্যুর হাতে পড়ে তুমি কী করবে? তোমার পথ সোজা সরল হোক, তুমি যেন নিরাপদে এগতে পার; প্রার্থনা কর, প্রভু যেন তোমাকে পথ দেখান।

আমি প্রভুর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম, আমার উপর আনত হয়ে তিনি আমার চিৎকার শুনলেন; আমার পা তিনি শৈলের উপর স্থাপন করলেন, চালিত করলেন আমার পদক্ষেপ। তাই তুমিও প্রার্থনা কর, প্রভু যেন তোমার মনের পদক্ষেপ চালিত করেন যাতে তুমি প্রভুর বিধিকলাপ মেনে চলতে পার। তাঁর সকল আজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে তুমি লজ্জায় পড়বে না। সেই আদম ও হবাতে তুমি একসময় লজ্জায় পড়েছিলে: সেসময় তুমি উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলে; লজ্জায় পাতা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলে; লজ্জায় লাল হয়ে তুমি ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছিলে যে, ঈশ্বর তোমাকে বললেন, *আদম, কোথায় আছ?* যা তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তা তোমাকেই বলছেন, কেননা আমাদের ভাষায় আদম শব্দের অর্থ হল মানুষ। সুতরাং, মানুষ, কোথায় আছ? আর আদম উত্তর দিয়েছিলেন, উলঙ্গ হওয়ায় আমি ভয় করছিলাম, আমার মন লজ্জায় অভিভূত ছিল বিধায় তোমার সামনে আসতে আমার সাহস হয়নি। তবে আমরা যেন লজ্জায় না পড়ি, এসো, প্রভুর আদেশগুলো মেনে চলি, সবগুলোই মেনে চলি; কেননা যে কেউ একটা আদেশ মেনে চলে কিন্তু অন্য একটা লঙ্ঘন করে, তাতে তার কোন লাভ নেই।

শ্লোক তোবিত ৪:১৯; ১৪:৮

প্র সবকিছুতেই প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন;
উ তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।
প্র সত্যের শরণে ঈশ্বরের সেবা কর; তিনি যাতে প্রীত, তোমরা তেমন কাজই কর;
উ তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

২য় সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - রো ৪:১-২৫

বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময়তাপ্রাপ্ত আব্রাহাম

আমাদের পূর্বপুরুষ সেই আব্রাহামের বিষয়ে কী বলব? দৈহিক সূত্রে তিনি কিবা পেলেন? কারণ তাঁকে যদি কর্মের খাতিরেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, তবে গর্ব করার মত তাঁর কিছু আছে—তবু ঈশ্বরের সামনে নয়। আসলে শাস্ত্র কী বলে? *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল।* যে কাজ করে, তার মজুরি তো তার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় বলে নয়, প্রাপ্য বিষয়ই বলে পরিগণিত। কিন্তু যে কেউ কাজ না ক'রে বরং তাঁরই উপরে বিশ্বাস রাখে যিনি ভক্তিহীনকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেন, তার এই বিশ্বাসই ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হয়। এই মর্মে দাউদও তাকে সুখী বলে ঘোষণা করেন, যার পক্ষে ঈশ্বর তার কাজের কথা বাদেই ধর্মময়তা আরোপ করেন, যথা:

সুখী তারা, যাদের অন্যায় হরণ করা হল,
আবৃত হল যাদের পাপ।
সুখী সেই মানুষ, যার পাপ প্রভু গণ্য করেন না।

আচ্ছা, এই 'সুখী' শব্দটা কি পরিচ্ছেদিতদের বেলায় খাটে, না অপরিচ্ছেদিতদের বেলায়ও খাটে? আমরা তো বলি, *আব্রাহামের পক্ষে তাঁর বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হয়েছে।* তবে কোন্ অবস্থায় পরিগণিত হয়েছে? তাঁর পরিচ্ছেদিত অবস্থায় না অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়? পরিচ্ছেদিত অবস্থায় নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিতই অবস্থায়। বাস্তবিকই তিনি যে পরিচ্ছেদনের প্রতীকচিহ্ন পেয়েছিলেন, তা সেই বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তার মুদ্রাঙ্কন হিসাবেই পেয়েছিলেন, সেই যে বিশ্বাস তখনও তাঁর ছিল, যখন তিনি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় ছিলেন; উদ্দেশ্য এই, অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় যারা বিশ্বাসী, তিনি যেন তাদের সকলের পিতা হন ও তাদেরও যেন ধর্মময় বলে গণ্য করা হয়; আর একইসঙ্গে তিনি যেন পরিচ্ছেদিতদেরও পিতা হন; অর্থাৎ তাদেরও পিতা, যারা শুধুমাত্র পরিচ্ছেদিত নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আমাদের পিতা আব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, তাঁর সেই বিশ্বাসের পদচিহ্নে চলে যারা। কারণ বিধান গুণে নয়, কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণেই আব্রাহামের বা তাঁর বংশের প্রতি জগতের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কেননা যারা বিধান অবলম্বন করে, তারাই যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে বিশ্বাস অর্থশূন্য, সেই প্রতিশ্রুতিও বৃথাই হয়ে যায়। বিধান তো ক্রোধ নামিয়ে আনে, কিন্তু যেখানে বিধান নেই, সেখানে বিধান-লঙ্ঘনও নেই। এজন্য প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস দ্বারা সাধিত, যেন সেই প্রতিশ্রুতি

অনুগ্রহ রূপেই উপস্থিত হয় এবং এর ফলে যেন সেই প্রতিশ্রুতি সমস্ত বংশের পক্ষে অটল হয়, যারা বিধান অবলম্বন করে কেবল তাদেরই পক্ষে নয়, কিন্তু যে বংশ আব্রাহামের বিশ্বাস থেকে নির্গত, তাদেরও পক্ষে অটল থাকে। হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকলের পিতা,—যেমন লেখা আছে, *আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করেছি*—সেই ঈশ্বরেরই দৃষ্টিতে পিতা, যাঁর উপর তিনি বিশ্বাস রাখলেন, যিনি মৃতদের জীবন দান করেন, এবং যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।

আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন—যেমনটি তাঁকে বলা হয়েছিল : *তোমার বংশ এরূপ হবে।* আর যদিও তিনি তাঁর নিজের মৃতকল্প শরীর—তাঁর বয়স তখন প্রায় একশ' বছর !—ও সারার গর্ভকেও মৃতকল্প টের পাচ্ছিলেন, তবু বিশ্বাসে টলমান হননি। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন, তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে। এজন্যই *তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল।* 'তাঁর পক্ষে পরিগণিত হল' কথাটা যে কেবল তাঁর জন্য লেখা হয়েছে এমন নয়, কিন্তু আমাদেরও জন্য,—এই আমাদেরও পক্ষে তা পরিগণিত হবে, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই যে যীশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

শ্লোক হিব্রু ১১ :১৭,১৯ ; রো ৪ :১৭

℟ বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইসায়াককে উৎসর্গ করেছিলেন ; এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন ;
℣ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।
℟ তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলেন, যিনি, যা অস্তিত্ববিহীন, তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।
℣ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ৭

আব্রাহাম তাই বিশ্বাস করেছিলেন যা ঘটবার কথা, আমরা তাই বিশ্বাস করি যা ঘটেছে

আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল। মোশী একথা লেখেননি আব্রাহাম যেন তা পড়তে পারেন, কেননা আব্রাহাম বহুদিন আগেই মারা গেছিলেন ; তিনি বরং তা লিখলেন আমরা যেন তেমন কথা পড়ে আমাদের বিশ্বাসের জন্য উপকার পেতে পারতাম, অর্থাৎ কিনা আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারতাম যে, তিনি যেভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, আমরা ঈশ্বরে সেভাবে বিশ্বাস করলে তবে সেই বিশ্বাস আমাদেরও পক্ষে ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হবে—এই আমরা যারা *তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।* এবার এসো, অনুসন্ধান করে দেখি কেনই বা পল আব্রাহামের বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে প্রভুর পুনরুত্থানের কথা উত্থাপন করেন।

হয় তো কি আব্রাহাম তাঁকেই বিশ্বাস করলেন যিনি প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন যীশু মৃতদের মধ্য থেকে তখনও পুনরুত্থান করেননি? এজন্য আমি পলের ধারণা বুঝতে চাই, বুঝতে চাই কেনই বা তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিশ্বাসগুণে যেমন আব্রাহামের পক্ষে বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হল তেমনি আমাদেরও পক্ষে তাই ঘটবে যারা *তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।*

যখন আব্রাহামকে আদেশ দেওয়া হল তিনি যেন তাঁর আপন একমাত্র পুত্রকে বলিরূপে উৎসর্গ করেন, তখন তিনি বিশ্বাস করলেন, ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতও করতে পারবেন ; এও বিশ্বাস করলেন যে, ব্যাপারটা শুধু ইসায়াককে লক্ষ করছিল না, বরং রহস্যটির পূর্ণ সিদ্ধি তাঁর বংশধর তথা খ্রীষ্টকে নিয়েই সাধিত হবে। ফলে তিনি মনের আনন্দেই আপন একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছিলেন, কেননা এতে নিজ বংশের নিঃশেষ নয়, বরং প্রভুর পুনরুত্থান দ্বারা বিমুক্ত জগতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সমগ্র সৃষ্টির নবায়ন দেখতে পাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর বিষয়ে বলেন, *তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিন দেখবার প্রত্যাশায় আনন্দে মেতে উঠলেন ; তা দেখলেন আর এতে আনন্দিত হলেন।* এভাবে, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করে যিনি প্রভুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাদের বিশ্বাস ও আব্রাহামের বিশ্বাসের মধ্যকার তুলনা যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, কেননা তিনি তাই বিশ্বাস করেছিলেন যা ঘটবার কথা আর আমরা তাই বিশ্বাস করি যা ঘটেছে।

শ্লোক রো ৪ :২০-২১,১৮

℟ ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে আব্রাহাম কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন ;
℣ তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে।
℟ আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন ;
℣ তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে।

সোমবার

প্রথম পাঠ - রো ৫:১-১১

যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা ধর্মময়তা-প্রাপ্ত মানুষ

ভ্রাতৃগণ, বিশ্বাসগুণে ধর্মময় হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি; তাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি। শুধু তা নয়, কিন্তু নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর এই প্রত্যাশা তো ছলনা করে না, কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। কেননা আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মরলেন। বস্তুত ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়, হয় তো এমন কেউ থাকতে পারে, যে সৎমানুষের জন্যই মরতে সাহস করে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। কেননা আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম, তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত! শুধু তাই নয়: যাঁর দ্বারা পুনর্মিলন পেয়ে গেছি, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরে গর্ববোধও করে থাকি।

শ্লোক রো ৫:৮-৯

প্র ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন,
উ কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।
প্র সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত।
উ কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা ৩২শ বিভাগ ৯

এসো, ঐশভালবাসায় পার হই,
উর্ধ্বে সেই ঐশভালবাসায় বসবাস করি

যে ভালবাসার কথা আমরা বলছি, যেহেতু তা পবিত্র আত্মার উপরে নির্ভর করে, সেজন্য শোন প্রেরিতদূত কী বলেন, *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।*

কেন প্রভু আপন পুনরুত্থানের পরেই সেই পবিত্রাত্মাকে আমাদের দান করতে চাইলেন যাঁর দ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে বিধায় আমাদের মধ্যে তাঁর মহান উপকারগুলি উপস্থিত? এতে কী শিক্ষা সঞ্চিত রয়েছে? শিক্ষা এই যে, আমাদের ভালবাসা যেন আমাদের পুনরুত্থানের প্রত্যাশায়ই জ্বলে ওঠে ও সংসারের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে, আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত হয়। আমরা তো এসংসারে জন্ম নিই আবার মরি, তাই এসো, আমরা যেন এসংসারকে ভাল না বাসি; যে ভালবাসায় ঈশ্বরকে ভালবাসি, এসো, সেই ভালবাসায় পার হই, উর্ধ্বে সেই ঐশভালবাসায় বসবাস করি।

আমরা এখানে সবসময় থাকব না, একথা ছাড়া আমরা যেন এ প্রবাস-জীবনে অন্য বিষয় ধ্যান না করি; তবেই পুণ্যাচরণের মাধ্যমে নিজেদের জন্য সেইখানে স্থান প্রস্তুত করব যেখান থেকে কখনও চলে যেতে হবে না। বস্তুতপক্ষে, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, পুনরুত্থান করার পর আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের *আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই।*

এই যে আমাদের কী ভালবাসতে হবে! এ জীবনকালে যদি তাঁর উপরেই বিশ্বাস রাখি যিনি পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে না, তারা যা ভালবাসে, এমনকি তারা তাঁকে যত কম ভালবাসে তত বেশি যা কিছু ভালবাসে, তিনি আমাদের তেমন কিছু দেবেন না। তবে এসো, দেখি তিনি আমাদের কি ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: তিনি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য বা এজগতে সম্মান ও ক্ষমতা দানের প্রতিশ্রুতি দেননি; আর আসলে তোমরা তো দেখ যে এসব কিছু দুর্জনদের কাছেও দেওয়া হয় যাতে সৎমানুষ সেগুলোর উপর ভরসা না রাখে। তিনি শারীরিক সুস্থতাও দানের প্রতিশ্রুতি দেননি; তিনি নিজেই যে সুস্থতা দান করেন না এর জন্য নয়, বস্তুত তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ, তিনি তা পশুদেরও দান করেন। দীর্ঘায়ু দানেরও প্রতিশ্রুতি দেননি: কেননা দীর্ঘ এমন কি রয়েছে, একদিন যার অন্ত হবে না? আমরা যারা তাঁকে বিশ্বাস করি, তিনি দীর্ঘায়ু বা অতিবৃদ্ধ বার্ধক্য মহাদানরূপে প্রতিশ্রুত হননি—প্রকৃতপক্ষে এসব কিছু আসবার আগে সকলে তার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু এলেই অসন্তুষ্ট হয়। তিনি দৈহিক সৌন্দর্যও দানের প্রতিশ্রুতি দেননি—অসুস্থতা বা সেই আকাঙ্ক্ষিত বার্ধক্যই তেমন সৌন্দর্য নিঃশেষ করতে যথেষ্ট! মানুষ সুন্দর হতে চায়, আবার দীর্ঘায়ু হতে চায়; অথচ এ আকাঙ্ক্ষা দু'টো হাত মিলিয়ে চলতে পারে না; তুমি দীর্ঘজীবী হলে সুন্দর হবেই না, কেননা বার্ধক্য এলেই সৌন্দর্য পালিয়ে যায়; তাছাড়া সৌন্দর্যের তেজ ও বার্ধক্যের হাহাকার একসাথে থাকতে পারে না। সুতরাং যিনি বললেন, *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে,* তিনি এসব কিছু দানের প্রতিশ্রুতি আমাদের দেননি। তিনি বরং এমন অনন্ত জীবনের

প্রতিশ্রুতি দিলেন যেখানে আমরা কিছুই ভয় করব না, যেখানে উদ্বিগ্ন হতে হবে না, যেখান থেকে চলে যেতে হবে না, যেখানে আর মৃত্যু ভোগ করতে হবে না; যেখানে মৃতের জন্য শোক করতে হবে না, বংশধরের জন্যও প্রত্যাশা রাখতে হবে না। আমরা যারা তাঁকে ভালবাসি ও পবিত্র আত্মার ভালবাসায় উজ্জ্বল, যেহেতু তিনি তেমন কিছুই আমাদের প্রতিশ্রুত হয়েছেন, সেজন্য তিনি পুনরুত্থান করার আগে সেই আত্মাকে দিতে চাইলেন না, যেন আপন দেহে সেই জীবনই দেখাতে পারেন যা এখনও আমাদের আয়ত্তে না থাকলেও তবু পুনরুত্থানের পরে যা পাবার প্রত্যাশায় আছি।

শ্লোক রো ৭:৬; ৫:৫
℟ এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি
℣ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।
℟ ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে
℣ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - রো ৫:১২-২১

প্রাচীন ও নব আদম

যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যেহেতু সকলেই পাপ করেছে। বাস্তবিকই বিধানের আগেও পাপ জগতে উপস্থিত ছিল; এবং বিধান না থাকলে যদিও পাপ গণ্য করা না যায়, কিন্তু তবুও আদম থেকে মোশী পর্যন্ত মৃত্যু তাদের উপরেও রাজত্ব করল, যারা আদমের আজ্ঞা-লঙ্ঘনের মত কোন পাপ করেনি; আদম তাঁরই পূর্বচ্ছবি, যাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু পতন যেমন, অনুগ্রহদানও তেমন—এমন তুলনা চলেই না! কেননা সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন বহুজন মৃত্যু ভোগ করল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সেই একজনমাত্র মানুষের—যীশুখ্রীষ্টেরই—অনুগ্রহে দেওয়া দান বহুজনেরই প্রতি আরও বেশি উপচে পড়ল। আরও, সেই একজনের অপরাধ ও সেই দানের মধ্যেও তুলনা নেই; কেননা একটামাত্র অপরাধের ফলে বিচার দণ্ডাজ্ঞা এনে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বহু অপরাধের ফলে অনুগ্রহদান ধর্মময়তা-লাভ এনে দিয়েছে। কারণ সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন সেই একজন দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করল, তখন সেই আর একজন দ্বারা—যীশুখ্রীষ্টই দ্বারা—যারা অনুগ্রহের ও ধর্মময়তা-দানের প্রাচুর্য পায়, তারা যে জীবনে রাজত্ব করবে, তা আরও কতই না নিশ্চিত। এক কথায়, যেমন একজনের অপরাধ সকল মানুষের উপরে দণ্ডাজ্ঞা বর্ষণ করেছিল, তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে। কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে। আর যখন বিধান এসে উপস্থিত হল, তখন পাপ বৃদ্ধি পেল; কিন্তু যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল, যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে—আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।

শ্লোক রো ৫:২০,২১,১৯
℟ যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল,
℣ যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে।
℟ যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে,
℣ যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা সাম ৬১:৪-৬

খ্রীষ্ট বাধ্যতা ধারণ করলেন
যেন আমাদের অন্তরে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন

আমাদের মাংস বিশুদ্ধ করার জন্য যখন খ্রীষ্ট তা ধারণ করতে উদ্যত হলেন, তখন প্রাচীন পাপ ছাড়া তাঁকে প্রথমে কীবা বাতিল করতে হল? কেননা যেহেতু পাপ অবাধ্যতা ও ঈশ্বরের একটি আদেশ-লঙ্ঘনের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করেছিল, সেজন্য ভুলভ্রান্তির বীজ বের করার জন্য তাঁকে সর্বপ্রথমে বাধ্যতাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হল। প্রকৃতপক্ষে সে বীজ থেকেই পাপের তেজ উৎপন্ন হয়েছিল; সুতরাং উত্তম চিকিৎসকরূপে তাঁকে প্রথমে অসুস্থতার মূল উচ্ছেদ করতে হল যেন ঘায়ের পাশ দু'টো চিকিৎসার উপকারিতা টের পেতে পারে। আসলে তুমি বৃথাই ঘায়ের দাগ চিকিৎসা করবে, যদি ভিতরে কলুষটা জেগে থাকে; এমনকি, ভিতরে পুঁজ গেঁজে থাকতেই বাইরে বন্ধ হলে ঘা আরও জ্বালাতন করবে। তাই পাপ ক্ষমা করলেও পাপের ফল যদি থেকে যেত, তাতে কী উপকার হত? তেমন কাজ ঘায়ের দাগ সারিয়ে তোলা নয়, কেবল বন্ধই করা।

সেজন্য তিনি পাপের প্রবণতা সারাবার জন্য ঘা বিশুদ্ধ করতে চাইলেন, যেন অবাধ্যতার লেশমাত্রও না থাকে। তিনি নিজে বাধ্যতা ধারণ করলেন, যেন আমাদের অন্তরে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। আর তা প্রয়োজনই ছিল, *কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে।*

এতে তাদেরই ভুল স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, যারা বলে খ্রীষ্ট মানবদেহের প্রবণতা ছাড়াই মানবদেহ ধারণ করলেন; আর যারা খ্রীষ্ট-মানুষ থেকে মানবতা বাতিল করে, তারা স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সঙ্কল্পের বিরুদ্ধেই যায়, কেননা মানব প্রবণতা ছাড়া মানুষ থাকতে পারেই না। প্রবণতা বিহীন মানুষ পুরস্কার কি দণ্ডের যোগ্য হতই না। সুতরাং ভুলভ্রান্তির উৎস ও ঠিক যেন প্রবাহমান অপরাধের দরজাই বন্ধ করার জন্য, পাপ যা থেকে উৎপন্ন ছিল, খ্রীষ্টকে তা-ই ধারণ করতে ও সারিয়ে তুলতে হল। যাঁর মাংস দেখতে পারি না, অথচ যাঁর দুর্বলতার কথা পড়ি, আমি আজ কোন্ ভিত্তিতেই বা সেই প্রভু যীশুকে মানুষ বলে জানতে পারতাম, তিনি যদি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, শোকাচ্ছন্ন না হতেন, এমন কি তিনি যদি না বলতেন, *আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন?* অথচ যিনি ঐশকাজগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের ঊর্ধ্বে বিবেচিত, তিনি ঠিক এসব কিছুর মধ্য দিয়েই মানুষ বলে পরিচিত। এবং ঈশ্বর হয়েও তিনি নিজেই এমনভাবে নিজেকে মানুষ বলে স্বীকৃত হতে চাচ্ছিলেন যে, নিজেকে মানুষ বললেন: *তোমরা কেন সত্যবাদী মানুষ এই আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ?* অতএব তিনি এক ও অবিচ্ছেদ্য বলে স্বীকার্য, তিনি ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতায় নয়, কেবল কাজগুলোর পার্থক্যের দিক থেকেই পৃথক। যিনি পিতা থেকে আগত, তিনি, মারীয়া থেকে যিনি আগত তাঁ থেকে যে ভিন্ন এমন নয়, বরং যিনি পিতা থেকে আগত ছিলেন, তিনি মারীয়া থেকে মাংস ধারণ করলেন: তিনি মাতা থেকে মানব প্রবণতা ধারণ করলেন যেন নিজেই আমাদের দুর্বলতা বরণ করতে পারেন।

এভাবে তিনি মানুষরূপে অসুস্থতার অধীন হলেন, মানুষরূপে দুঃখ ভোগ করলেন; আর আমরা তাঁকে যন্ত্রণায় আক্রান্ত মানুষরূপেই দেখলাম: তিনি কিন্তু এসব কিছু দ্বারা পরাজিত নন, বরং এসব কিছুর উপরে তিনিই বিজয়ী! তিনি তো নিজের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য দুঃখ ভোগ করলেন; নিজের পাপের জন্য নয়, আমাদেরই পাপের জন্য অসুস্থতা বরণ করলেন, যেন নিজের যন্ত্রণায় আমাদেরই সারিয়ে তুলতে পারেন। সুতরাং আমাদের পাপের বোঝা বহন করার জন্যই তিনি আমাদের পাপ ধারণ করলেন; আবার আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করার জন্যই তা ধারণ করলেন; আর এজন্য *তিনি উত্তরাধিকার রূপে বহু মানুষকে পাবেন, ও বহু মানুষের লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে নেবেন।* অতএব তিনি যা বহন করেন, ক্ষমাই তার উদ্দেশ্য; যা ভোগ করেন, সংস্কারই তার লক্ষ্য; তাই তিনি আমাদের যন্ত্রণা আপন করলেন, আমাদের অধীনতাও আপন করলেন। তিনি যে সবকিছু নিজের অধীন করলেন, তা তাঁর নিজের ঈশ্বরত্বের অধিকার; তিনি যে নিজেকে অধীন করলেন, তা আমাদের মানবতার চিহ্ন।

শ্লোক ১ পি ২:২১; মথি ৮:১৭

℣ খ্রীষ্ট তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে
℟ তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
℣ তিনি আমাদের যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি;
℟ তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

বুধবার

প্রথম পাঠ - রো ৬:১-১১

দীক্ষাস্নান—খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যু ও জীবন

ভ্রাতৃগণ, তবে কী বলব? অনুগ্রহ যেন বৃদ্ধি পায় এজন্য কি পাপে থাকব? দূরের কথা! আমরা তো পাপের কাছে মরেছি, তবে কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব? অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। কেননা আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে। আমরা তো ভালই জানি যে, আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি। কেননা যার মৃত্যু হয়েছে, সে পাপ থেকে [মুক্ত হয়ে] ধর্মময়তা-প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রীষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

শ্লোক রো ৬:৪; গা ৩:২৭

℣ মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি,
℟ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।
℣ আমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছি,
℟ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ৭

আমরা যদি বিশ্বাস করি, খ্রীষ্ট আমাদের ধর্মময়তার জন্য পুনরুত্থান করেছেন,

তাহলে কি করে আমরা অধর্ম ভালবাসতে পারি?

এসো, ভেবে দেখি কেন খ্রীষ্ট বিষয়ে বহু নাম থাকা সত্ত্বেও—তিনি তো প্রজ্ঞা, শক্তি, ধর্মময়তা, বাণী, সত্য ও জীবন বলেই অভিহিত—তবু প্রেরিতদূত আমাদের বিশ্বাস সমর্থনের জন্য তাঁর পুনরুত্থানের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রেরিতদূত নিজে অন্যত্র বলেন যে, *ঈশ্বর খ্রীষ্টযীশুতে আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।* তাই তিনি এ চেতনাই দিতে অভিপ্রেত হচ্ছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাস কর খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে এ কথাও বিশ্বাস কর যে, তোমরাও তাঁর সঙ্গে সেইমত পুনরুত্থান করেছ; আর যদি বিশ্বাস কর, তিনি স্বর্গধামে পিতার ডান পাশে সমাসীন, তাহলে এ কথাও বিশ্বাস কর যে, তোমরাও পার্থিব প্রাণীদের মধ্যে নয়, স্বর্গীয় প্রাণীদের মধ্যেই অধিষ্ঠিত হয়েছ; আর যদি তোমরা বিশ্বাস কর, খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে, তাহলে এ কথাও বিশ্বাস কর যে, তোমরা তাঁর সঙ্গে জীবিত থাকবে; আর যদি বিশ্বাস কর, খ্রীষ্ট পাপের কাছে মৃত ও ঈশ্বরের কাছে জীবিত, তাহলে তোমরাও পাপের কাছে মৃত হও ও ঈশ্বরের কাছে জীবিত থাক। উপরন্তু তিনি প্রৈরিতিক অধিকার সূত্রে এ চেতনা দিয়ে বলেন, *তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়।* যে কেউ তাই করে, সে যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলে প্রমাণ করে, এবং তার বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হবে। অপরদিকে যার অন্তরে অধর্মের কিছু থাকে, সে যদিও তাঁকে বিশ্বাস করে যিনি প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তবু সে ধর্মময় বলে পরিগণিত হতে পারবে না, কেননা যেমন অন্ধকারের সঙ্গে আলো বা মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ধর্মময়তার সঙ্গে অধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। ফলে যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে, তারাও যদি তাদের পুরানো মানুষকে তার অধর্ম সহ ত্যাগ না করে, তাদের বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য হতে পারবে না।

একই প্রকারে, যেমন অধার্মিকের পক্ষে ধর্মময়তা আরোপিত হতে পারে না, তেমনি দুশ্চরিত্রের পক্ষে শুচিতা, অপকর্মার পক্ষে ন্যায্যতা, কৃপণের পক্ষে দানশীলতা, দুর্জনের পক্ষে দয়া আরোপিত হতে পারে না যতক্ষণ না তারা রিপুর পুরানো পোশাক ফেলে দিয়ে *সেই নবমানুষকে পরিধান করে, যে মানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়ে নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে।* এজন্য প্রভু যীশুর কথা তুলে ধরে তিনি এ কথাও বলেন: *যীশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,* যেন আমরা শিখতে পারি যে যা কিছু তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তা আমাদের ঘৃণা ও ত্যাগ করা দরকার।

কেননা আমরা যদি সত্যি বিশ্বাস করি, তাঁকে আমাদের পাপের জন্যই মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমরা কী করে সেই সকল পাপকে বিপক্ষীয় ও বিরোধী বলে গণ্য করব না? কেননা আমরা জানি, সেই পাপের কারণেই আমাদের মুক্তিসাধককে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের যদি এখনও পাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব থাকে, এবং তিনি সংগ্রাম করে যা পরাভূত করেছেন, তা আমরা যদি আঁকড়ে ধরি ও অনুসরণ করি, তাহলে আমরা স্পষ্টই দেখাই, আমাদের কাছে খ্রীষ্টের মৃত্যুর কোন মূল্য নেই।

একথা যদি বিশ্বাস করি, তাহলে যার কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, আমি কি করে তা ভালবাসতে পারি? যদি বিশ্বাস করি, তিনি আমার ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে কি করে আমি অধর্ম পছন্দ করতে পারি? সুতরাং খ্রীষ্ট কেবল তাদেরই ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করেন, যারা অধর্ম ও অপকর্মের পুরাতন পোশাককে মৃত্যুর কারণ বলে ফেলে দিয়ে তাঁর পুনরুত্থানের আদর্শে নবজীবন পরিধান করেছে।

শ্লোক ২ করি ৫:১৫; রো ৪:২৫

℣ খ্রীষ্ট সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন,

℟ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

℣ যীশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

℟ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - রো ৬:১২-২৩

ধর্মময়তার সেবায় পাপমুক্ত মানুষ

ভ্রাতৃগণ, পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে; তোমাদের নিজেদের অঙ্গগুলিকেও অধর্মের অস্ত্র হিসাবে পাপের কাছে অর্পণ করো না, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসা জীবিত ব্যক্তি রূপে তোমরা ঈশ্বরের কাছেই নিজেদের অর্পণ কর, এবং নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার অস্ত্র হিসাবে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ কর। কেননা পাপ তোমাদের উপর আর কর্তৃত্ব করবে না, কারণ তোমরা বিধানের অধীন নও, অনুগ্রহেরই অধীন!

তবে কী? যেহেতু আমরা বিধানের অধীন নই, অনুগ্রহেরই অধীন, সেজন্য কি পাপ করব? দূরের কথা! তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা যার কাছে বাধ্য হবার জন্য দাস হিসাবে নিজেদের সঁপে দাও, যার প্রতি বাধ্য, তোমরা তারই

দাস: হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, না হয় ধর্মময়তাজনক বাধ্যতার দাস? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কেননা তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে, কিন্তু ধর্মশিক্ষার যে আদর্শে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তোমরা তার প্রতি হৃদয় দিয়ে বাধ্য হয়েছ; আর এভাবে পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা ধর্মময়তার সেবায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমাদের মাংসের দুর্বলতার জন্য আমি মানুষের মত কথা বলছি; কারণ তোমরা যেমন আগে জঘন্য কর্মের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে অশুচিতা ও জঘন্য কর্মের কাছে দাস হিসাবে সঁপে দিয়েছিলে, তেমনি এখন পবিত্রীকরণের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার কাছেই দাস হিসাবে সঁপে দাও। বাস্তবিকই যখন তোমরা পাপের দাস ছিলে, তখন ধর্মময়তার কাছে স্বাধীন ছিলে। কিন্তু তাতে তোমরা কী ফল পাচ্ছিলে? এমন ফল যা বিষয়ে এখন তোমরা লজ্জাবোধ করছ। আর আসলে সেই সমস্ত ফলের শেষ পরিণাম মৃত্যু! কিন্তু এখন, পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন। কারণ পাপের মজুরি মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে অনন্ত জীবন।

শ্লোক রো ৬:২২,১৬
℣ পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে
℟ তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন।
℣ যার সেবা কর, তোমরা তারই দাস: হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, না হয় ধর্মময়তাজনক বাধ্যতার দাস।
℟ তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা ৪১শ বিভাগ ৫

পাপ বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে;
প্রভু যীশুই সেই মধ্যস্থ যিনি পুনর্মিলিত করেন

বিনামূল্যে তোমাদের বিক্রি করা হয়েছিল, বিনা অর্থে তোমাদের মুক্ত করা হবে। প্রভুই একথা বলেন: তিনিই তো মূল্য দিলেন, রুপো নয়, তাঁর নিজের রক্তই সেই মূল্য; অন্যথা আমরা দাস ও নিঃস্বই থেকে যেতাম। তেমন দাসত্ব থেকে কেবল প্রভুই মুক্তি দেন—যিনি সেই দাসত্বের বাইরে, তিনিই তা থেকে মুক্তি দেন, কেননা কেবল তিনিই পাপশূন্য হয়ে এ মাংসে এলেন। দেখ সেই সকল শিশু যাদের মায়ের কোলে বহন করা হয়: এখনও পায়ে চলতে পারে না, অথচ শেকলাবদ্ধ, কেননা আদম থেকে তা-ই গ্রহণ করেছে যা খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণকৃত হয়। দীক্ষাস্নাত হয়ে তারাও প্রভুর প্রতিশ্রুত তেমন অনুগ্রহের অধিকারী হবে, কেননা যিনি পাপশূন্য হয়ে এলেন ও পাপের জন্য বলি হলেন, কেবল তিনিই পাপ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। তোমরা এইমাত্র প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনেছ: *আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি,* অর্থাৎ খ্রীষ্ট নিজেই যেন তোমাদের আবেদন জানাচ্ছেন; কীসের আবেদন? *ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।*

ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্য যখন প্রেরিতদূত আমাদের আহ্বান ও আবেদন জানান, তখন এর অর্থ হল যে আমরা ঈশ্বরের শত্রুই ছিলাম; কেননা কেবল শত্রুতা থেকেই পুনর্মিলন করা হয়। তবু মানবস্বরূপ নয়, পাপ-ই তো আমাদের শত্রু করে ফেলেছিল, ফলে আমরা ছিলাম তাঁর শত্রু, ফলে পাপেরও দাস। ঈশ্বরের কোন স্বাধীন শত্রু নেই; এ প্রয়োজন যে, তারা দাস হবেই; এমনকি পাপ ক'রে তারা যাঁর শত্রু হতে চেয়েছিল, তাঁরই দ্বারা যদি মুক্তি না পায়, তারা দাস হয়ে থাকবে। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।*

তবু আমরা কি করেই বা পুনর্মিলিত হতে পারি, তাঁর কাছ থেকে যা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে তা যদি বাতিল না করা হয়? এবিষয়ে নবীর মুখ দিয়ে প্রভু বলেছেন, *তাঁর কান এতই ভারী নয় যে, তিনি শুনতে অক্ষম; কিন্তু তোমাদের সমস্ত শঠতা তোমাদের পরমেশ্বর ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে।* সুতরাং, ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যে বাধা রয়েছে তা সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত, ও মধ্যস্থ সেখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা পুনর্মিলিত হতে পারব না। এখন, মাঝখানে বাধা রয়েছে বটে, কিন্তু এমন মধ্যস্থও রয়েছেন যিনি পুনর্মিলন ঘটাতে পারেন: যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা হল পাপ, যিনি পুনর্মিলন ঘটান তিনি হলেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট: *ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও এক—তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট।*

সুতরাং, যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, সেই প্রাচীর তথা পাপ যেন সরিয়ে দেওয়া হয়, সেজন্য সেই মধ্যস্থ এলেন, ও স্বয়ং যাজক যজ্ঞ হলেন। আর যেহেতু আপন যন্ত্রণাভোগের ক্রুশে নিজেকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করে তিনি পাপের জন্য বলি হলেন, সেজন্য প্রেরিতদূত *খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও* একথা বলার পর, আমরা কেমন যেন জিজ্ঞাসা করি 'আমরা কী করে পুনর্মিলিত হব?' তিনি বলে চলেন, সেই খ্রীষ্ট, *যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।* তিনি সেই খ্রীষ্ট-ঈশ্বরেরই কথা বলছেন যিনি কোন পাপ জানেননি। সেই খ্রীষ্ট মাংসে এসেছিলেন বটে, কিন্তু পাপময় মাংসে নয়, *পাপময় মাংসের সাদৃশ্যেই* এসেছিলেন, কারণ তাঁর বেলায় পাপের লেশমাত্র নেই; ফলে, তাঁর নিজের কোন পাপ না থাকায় তিনি পাপের জন্য প্রকৃত যজ্ঞ হলেন।

শ্লোক ১ পি ২:২২,২৪; ইসা ৫৩:৫
℣ যিনি কোন পাপ করেননি; যাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা, তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন,
℟ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

প্র আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। আমরা তাঁরই ক্ষতগুণে নিরাময় হলাম,
উ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - রো ৭:১-১৩

বিধানের ভূমিকা

ভ্রাতৃগণ,—বিধানে দক্ষ মানুষদের কাছেই তো আমি কথা বলছি!—তোমরা কি একথা জান না যে, মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই বিধান তার উপর কর্তৃত্ব করে? কারণ যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই সধবা স্ত্রী বিধানের জোরে তার কাছে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু স্বামী মরলে সে সেই বিধান থেকে মুক্ত যা তাকে স্বামীর কাছে আবদ্ধ রাখে। সুতরাং স্বামী জীবিত থাকাকালে সে যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে ব্যভিচারিণী বলে অভিহিতা হয়; কিন্তু স্বামী মরলে সে সেই বিধান থেকে মুক্তি পায়, অন্য পুরুষের হলেও সে ব্যভিচারিণী হবে না। একই প্রকারে, হে আমার ভাই, খ্রীষ্টের দেহের মধ্য দিয়ে বিধানের কাছে তোমাদেরও মৃত্যু হয়েছে, যেন তোমরা অন্যজনের হও—তাঁরই হও, যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি। কেননা আমরা যখন মাংসের বশে ছিলাম, তখন পাপের কামনা-বাসনা বিধানকে সুযোগ ক'রে মৃত্যুর উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করার জন্য আমাদের অঙ্গগুলিতে সক্রিয় ছিল; কিন্তু এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

তবে আমরা কী বলব? বিধান কি নিজেই পাপ? দূরের কথা! তবু আমি কেবল বিধানের মধ্য দিয়েই জানতে পারলাম, পাপ কি; কেননা 'লোভ করো না', একথা যদি বিধান না বলত, তবে লোভ কি, তা জানতে পারতাম না; কিন্তু পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার অন্তরে সব রকম লোভ সক্রিয় করল। সত্যি, বিধান না থাকলে পাপ মৃত। আর আমি একসময় বিধান ছাড়াই জীবিত ছিলাম, কিন্তু আজ্ঞা এলে পাপ জীবিত হয়ে উঠল আর আমি মরলাম; এবং যে আজ্ঞা জীবনের উদ্দেশে ছিল, তা আমার মৃত্যুর উদ্দেশে কাজ করল। কেননা পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আজ্ঞা দ্বারা আমাকে ভোলাল আর সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার মৃত্যু ঘটাল। সুতরাং, বিধান পবিত্র, এবং তার আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও মঙ্গলকর। তবে যা মঙ্গলকর, তা কি আমার পক্ষে মৃত্যু হল? দূরের কথা! পাপই বরং সেই রকম হল: নিজেকে পাপ বলে প্রকাশ করার জন্য পাপ যা মঙ্গলকর, তা দ্বারাই আমার মৃত্যু ঘটাল, যেন আজ্ঞা দ্বারা পাপ তার নিজের পূর্ণ পাপময়তায় প্রকাশিত হয়।

শ্লোক রো ৭:৬; ৫:৫
প্র আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি,
উ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।
প্র ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে
উ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের দীর্ঘতর নিয়ম ২:২-৪

আমাদের প্রতি প্রভু যা কিছু করলেন
তার প্রতিদানে আমরা তাঁকে কী দিতে পারব?

কোন্ ভাষা ঈশ্বরের সমস্ত উপকারের যথোপযুক্ত গুণকীর্তন করতে পারবে? সেগুলোর সংখ্যা এমন যা গণনার অতীত; সেগুলোর মহত্ত্বও এমন যা সেগুলোর একটামাত্রও যথেষ্ট হবে যাতে আমরা তেমন মহা অনুগ্রহের দাতাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

তবু এমন এক উপকার রয়েছে যা ইচ্ছা করেও আমরা কোন মতে উল্লেখ না করে পারি না। কেননা যথোচিত বর্ণনা দিতে সক্ষম না হলেও সুমতি ও সুবুদ্ধি-সম্পন্ন যে কোন মানুষ যে এ উপকারের কথা উল্লেখ করবে না, তা হতে পারে না। উপকারটি হল এই যে, ঈশ্বর মানুষকে আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যেই গড়লেন, তাকে ঈশ্বরজ্ঞানে সজ্জিত করলেন, অন্যান্য সকল প্রাণীর তুলনায় তাকেই বিচারবুদ্ধিতে মণ্ডিত করলেন, তাকে এমন গুণ দিলেন সে যেন অবর্ণনীয় পরমদেশের সৌন্দর্যে তৃপ্তি পেতে পারে, এমনকি তাকে পার্থিব সমস্ত কিছুর অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাপ দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে মানুষ পাপে পতিত হলে ও পাপের ফলে মৃত্যু ও যন্ত্রণায়ও পতিত হলে তিনি তবু এর জন্য তাকে পরিত্যাগ করেননি; বরং তার সাহায্যে বিধান ও তার রক্ষা ও প্রতিপালনে দূত দিলেন, রিপু সংস্কারের জন্য ও সদ্গুণের শিক্ষাদানের জন্য নবীদের প্রেরণ করলেন, ভর্ৎসনা-বাণীর মাধ্যমে অধর্মের উত্তেজনা প্রশমিত ও উচ্ছিন্ন করলেন, প্রতিশ্রুতি দানে সৎমানুষদের আগ্রহ উদ্দীপিত করলেন, বারবার এ-মানুষ ও-মানুষের কাছে ভাল কি মন্দ জীবনের শেষ পরিণামের পূর্বদর্শন দিলেন তারা যেন অপরকে সুপরামর্শ দিতে পারে। এসব কিছুর পরেও তিনি অবাধ্যতায় স্থিতমূল এ আমাদের প্রতি বিমুখ হননি। না, প্রভুর মঙ্গলময়তা আমাদের কখনও একা ফেলে রাখেনি: তাঁর দেওয়া মর্যাদা নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে তুচ্ছ করেও ও উপকর্তার প্রতি বিদ্রোহ দেখিয়েও আমরা আমাদের অন্তরে তাঁর ভালবাসা মুছে দিতে পারিনি। এমনকি আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট নিজেই আমাদের পুনরায় মৃত্যু থেকে আহ্বান করলেন ও জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

উপকার যে কি ভাবে মঞ্জুর করা হল, এ পর্যায়ে এ কথাও আমাদের মন অধিকতর ভাবে মুগ্ধ করে তোলে: অবস্থায়

ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে রিক্ত করলেন। তাছাড়া তিনি আমাদের যন্ত্রণা তুলে বহন করলেন, আমাদের যত কষ্ট বরণ করে নিলেন, আমাদের জন্য প্রহারিত হলেন আমরা যেন তাঁর ক্ষতগুণে সুস্থ হয়ে উঠি। আরও: আমাদের হয়ে অভিশাপ স্বরূপ হয়ে তিনি সেই মূল্যেই অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি সাধন করলেন, ও এমন অপমানজনক মৃত্যু বরণ করলেন আমাদের যেন গৌরবময় জীবনে পুনর্চালিত করতে পারেন। তথাপি মৃতদের জীবনে আহ্বান করায় তিনি ক্ষান্ত হননি, তিনি বরং তাঁর নিজের ঐশমর্যাদাও আমাদের মঞ্জুর করলেন ও এমন অনন্ত বিশ্রাম প্রস্তুত করলেন যার মহা আনন্দ সম্পূর্ণরূপে মানবীয় ধারণার অতীত।

আমাদের প্রতি প্রভু যা কিছু করলেন, তার প্রতিদানে আমরা তাঁকে কী দিতে পারব? তিনি এমনই মঙ্গলময় যিনি প্রতিদান দাবি করেন না; তাঁর কাছে এ যথেষ্ট যে, তিনি যা কিছু দিলেন, তার প্রতিদানে আমরা যেন তাঁকে ভালবাসি। আমি যখন এ সমস্ত কথা নিজের কাছে স্মরণ করিয়ে দিই, তখন কেমন যেন অভিভূত ও সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ি, এই ভয়ে যে, আমার মনের চপলতা বা অসার দুশ্চিন্তার দরুন আমি ঈশ্বর-ভালবাসায় শিথিল হয়ে পড়ি ও খ্রীষ্টের কাছে লজ্জা ও অসম্মানের কারণ হই।

শ্লোক সাম ১০৩:২,৪; গা ২:২০

প্র প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য; ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: তিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন আমার জীবন,

উ তিনি আমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

প্র ঈশ্বরের পুত্র আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন,

উ তিনি আমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

শনিবার

প্রথম পাঠ - রো ৭:১৪-২৫

পাপের অধীনে মানুষের অবস্থা

ভ্রাতৃগণ, আমরা তো জানি, বিধান আত্মিক, কিন্তু আমি মাংসময়, পাপের ক্রীতদাস। আমি আমার নিজের আচরণ পর্যন্তও বুঝতে পারছি না; কেননা আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই যে করি এমন নয়, বরং যা ঘৃণা করি, তা-ই করে বসি। এখন, আমি যা ইচ্ছা করি না, তা-ই যখন করি, তখন স্বীকার করি, বিধান মঙ্গলকর। তবে সেই কাজটা আমি নিজে আর করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা করে। কেননা আমি জানি, আমার মধ্যে—অর্থাৎ আমার মাংসে—মঙ্গল বাস করে এমন নয়; আমার অন্তরে সদিচ্ছাই আছে বটে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই; বাস্তবিকই আমি যা ইচ্ছা করি, সেই মঙ্গলকর কাজ করি না; কিন্তু যা ইচ্ছা করি না, সেই মন্দই করে বসি। আচ্ছা, আমি যা ইচ্ছা করি না, তা যদি করি, তাহলে আমি নিজে আর তা করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা করে। এক কথায়, আমার মধ্যে আমি এই নিয়ম দেখতে পাচ্ছি: মঙ্গল সাধন করতে ইচ্ছা করলেও মন্দতা আমার পাশাপাশি উপস্থিত। আর আসলে আন্তরিক মানুষ হিসাবে আমি ঈশ্বরের বিধানে প্রীত; কিন্তু আমার অঙ্গগুলিতে অন্য ধরনের এক বিধান দেখতে পাচ্ছি: তা আমার মনের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে বিধান আমার অঙ্গগুলিতে রয়েছে, তা আমাকে তার বন্দি করে ফেলে। দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারাই! এক কথায়, আমি মন দিয়ে ঈশ্বরের বিধানের সেবা করি, কিন্তু রক্তমাংস দিয়ে পাপের বিধানের সেবা করি।

শ্লোক গা ৫:১৮,২২,২৫

প্র তোমরা যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও।

উ আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

প্র আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি।

উ আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বনাভেন্তুরা-লিখিত 'ক্ষুদ্রালাপ' মুখবন্ধ ৫:২০১-২০২

যীশুখ্রীষ্টকে জানা-ই সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র উপলব্ধির উৎস

পবিত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি মানব গবেষণার ফল নয়, বরং ঐশপ্রকাশেরই ফল যা সেই আলোর পিতা থেকেই প্রবাহিত, *স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত*, যাঁর কাছ থেকে তাঁর পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মা আগত, আবার, সেই পবিত্র আত্মা, যিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন প্রত্যেককে আপন দানগুলিকে ভাগ ভাগ ক'রে দান করেন, তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা থেকে বিশ্বাস দেওয়া হয় ও তেমন *বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের হৃদয়ে বসবাস করেন।*

এটিই যীশুখ্রীষ্টকে জানা, এবং তেমন জানা থেকেই কেমন যেন জলের উৎস থেকেই সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের নিশ্চয়তা ও উপলব্ধি উৎসারিত। ফলে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় যদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রদীপ, দরজা ও ভিত্তিও স্বরূপ সেই খ্রীষ্টবিশ্বাস আগে থেকে মানুষের অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে না থাকে। কেননা যতদিন আমরা প্রভু

থেকে প্রবাসী, ততদিন বিশ্বাসই সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের আলো, সুদৃঢ় ভিত্তি, পথদিশারী প্রদীপ ও প্রবেশদ্বার। এছাড়া তার মাত্রা অনুসারেই ঊর্ধ্ব থেকে পাওয়া প্রজ্ঞা পরিমাণ করা দরকার, কেউ যেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি না জানে, বরং *উপযুক্ত মাত্রায় ও ঈশ্বর তাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন* যেন সেই অনুসারেই জানে।

পবিত্র শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বা ফল সাধারণ নয়, বরং সেই ফল হল অনন্ত আনন্দের পূর্ণতা। বস্তুতপক্ষে শাস্ত্র এমন কিছু, যার মধ্যে অনন্ত জীবনের বাণী লিপিবদ্ধ। শাস্ত্র যে লেখা হয়েছে, এর কারণ এ শুধু নয় যে, আমরা যেন বিশ্বাস করি, বরং প্রকৃতপক্ষে আমরা যেন সেই অনন্ত জীবন লাভ করি যেখানে ঐশদর্শন পাব, ভালবাসব ও আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় পূর্ণতা লাভ করবে। তেমন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করলেই আমরা *সেই জ্ঞানাতীত খ্রীষ্টীয় ভালবাসা* জানতে পারব এবং এর ফলে *ঈশ্বরের সমস্ত পরিপূর্ণতায়* পরিপূর্ণ হয়ে উঠব। আর প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, তেমন পরিপূর্ণতায়ই পবিত্র শাস্ত্র আমাদের প্রবেশ করাতে চেষ্টা করে। সুতরাং এ উদ্দেশ্য ও মনোভাব নিয়েই পবিত্র শাস্ত্র গবেষণা করা উচিত, শেখানো উচিত ও শোনা উচিত।

আর যেন শাস্ত্রের সঠিক দিশার মধ্য দিয়ে আমরা সঠিক অগ্রগতিতে তেমন ফল ও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, শুরু থেকেই আরম্ভ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কিনা, নমিত অন্তরে আমাদের সরল বিশ্বাসে আলোর পিতার কাছে এগিয়ে যেতে হবে, তিনিই যেন পবিত্র আত্মায় আপন পুত্রের মধ্য দিয়ে যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত জ্ঞান আমাদের দান করেন, আর সেই জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ভালবাসাও দান করেন, যেন তাঁকে এভাবে জেনে ও ভালবেসে, ও বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও প্রেমে স্থিতমূল হয়ে আমরা পবিত্র শাস্ত্রের বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা জানতে পারি, আর সেই জ্ঞানের মধ্য দিয়ে সেই পরমধন্য ত্রিত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সীমাহীন ভালবাসায় পৌঁছতে পারি যার দিকে পুণ্যজনদের আকাঙ্ক্ষা ধাবিত, ও যার মধ্যে সমস্ত সত্য ও মঙ্গলময়তার বাস্তব রূপ ও চরম সিদ্ধি বিরাজিত।

শ্লোক লুক ২৪:২৭,২৫
প্র মোশী ও সকল নবী থেকে শুরু ক'রে
উ যীশু শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।
প্র কেমন নির্বোধ তোমরা! নবীরা যা কিছু বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করায় তোমরা অন্তরে কেমন ধীর!
উ যীশু শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।

৩য় সপ্তাহ

রবিবার

প্রথম পাঠ - রো ৮:১-১৭

আমরা মাংসের বশে নয়, আত্মারই বশে চলি

ভ্রাতৃগণ, যারা খ্রীষ্টযীশুতে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আর কোন দণ্ডাদেশ নেই। কেননা খ্রীষ্টযীশুতে জীবনদায়ী সেই আত্মার বিধান পাপ ও মৃত্যুর বিধান থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে। কারণ বিধান মাংসের কারণে শক্তিহীন হওয়ায় যা করতে পারেনি, ঈশ্বর তা করেছেন: তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের উপরে বিচার সম্পন্ন করেছেন, যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি। কেননা মাংসের বশে থেকে মানুষ মাংসময় চিন্তার দিকে আকৃষ্ট; কিন্তু আত্মার বশে থেকে মানুষ আত্মিক চিন্তার দিকেই আকৃষ্ট; আর মাংসের আকর্ষণ মৃত্যুর দিকে, কিন্তু আত্মার আকর্ষণ জীবন ও শান্তিরই দিকে। বাস্তবিকই মাংসের গতি ঈশ্বর-বিরোধী, যেহেতু তা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত নয়, আর আসলে তেমনটি হতেও পারে না। না, মাংসের অধীনে থেকে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হতে পারে না। তোমরা কিন্তু মাংসের অধীনে নয়, আত্মার অধীনেই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিজের আবাস করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রীষ্টের নয়। আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রীষ্টযীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন।

সুতরাং ভাই, আমরা ঋণী বটে, কিন্তু মাংসের কাছে নয় যে, মাংসময় ভাবে জীবনযাপন করব; কারণ যদি তোমরা মাংসময় ভাবে জীবনযাপন কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের মৃত্যু ঘটবে, কিন্তু যদি আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটাও, তবে জীবন পাবে; কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি। স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী—অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

শ্লোক রো ৮:৩,৪; ইসা ৫৩:১২,১১
প্র ঈশ্বর পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের উপরে বিচার সম্পন্ন করেছেন,
উ যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে।
প্র তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন: আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন; তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন

করবেন,
℟ যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ১৪:৩

আমরা উত্তরাধিকারী শুধু নয়, বরং খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী

যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি।

একথা যে কতই না চমৎকার, তা ভালই জানে সেই নবদীক্ষিতরা যারা সাক্রামেন্ত-প্রার্থনাকালে প্রথম বারের মত তা বলতে আমন্ত্রিত। তা কেমন হতে পারে? তারাও কি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকত না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে মোশী বলেন, *তুমি তোমার নির্মাতা ঈশ্বরকে ভুলে গেছ!* তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে মালাখি ভর্ৎসনার সুরে বলেন, *এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেননি! আমাদের সকলের কি এক পিতা নন?* একথা সত্য বটে, এবং আরও বহু পদ রয়েছে; তবু আমরা কোথাও পড়ি না যে তারা এ নামেই ঈশ্বরকে ডাকল ও এভাবেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করল।

কিন্তু যাজক কি ভক্তজন, নৃপতি কি প্রজা যা হই না কেন আমাদের সকলকে এভাবেই প্রার্থনা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর এটিই সেই প্রথম কথা যা আমরা সেই অপরূপ জন্মের পরে তথা নবদীক্ষিতদের সেই অভিনব ও চমৎকার অনুষ্ঠানের পরে উচ্চারণ করেছি। তাছাড়া যদিও তারা কোন সময় তাঁকে পিতা বলে ডেকে থাকে, তা মানব-প্রেরণাতেই করল; কিন্তু যারা অনুগ্রহের ব্যবস্থায় রয়েছে, তারা আত্মারই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে তাঁকে পিতা বলে অনুভব করে। কেননা এমন প্রজ্ঞার আত্মা রয়েছে, যার প্রেরণায় অশিক্ষিত মানুষ প্রজ্ঞাবান হয়ে ওঠে, যেভাবে তাদের শিক্ষা-বাণী দ্বারা তা প্রমাণিত; পরাক্রমের আত্মাও রয়েছে, যা গুণে দুর্বল মানুষ মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করল ও অপদূত তাড়িয়ে দিল; আরোগ্যদানের আত্মাও রয়েছে, আবার ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার আত্মা ও নানা ভাষায় কথা বলার আত্মাও রয়েছে। এ অনুসারে দত্তকপুত্রত্বের আত্মাও রয়েছে। আর যেমন আমরা ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার আত্মা ততবারই চিনে নিতে পারি যতবার সেই আত্মার যে অধিকারী সে ভাবী ঘটনার কথা পূর্বঘোষণা করে, ও নিজে যা যা মনে করে তা নয়, বরং আত্মা তাকে যা বলতে উদ্দীপিত করে সে তা-ই বলে, তেমনি দত্তকপুত্রত্বের আত্মার বেলায়ও ঘটে, যার ফলে তেমন আত্মার যে অধিকারী, সে আত্মা দ্বারা উদ্দীপিত হয়েই ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকে। আর একথা যে সত্যাশ্রয়ী তা দেখাবার অভিপ্রায়ে প্রেরিতদূত হিব্রু ভাষাও ব্যবহার করেন; তিনি কেবল 'পিতা' নয়, 'আব্বা, পিতা'ই বলেন—এমন নাম যে নামে সন্তানেরা পিতাকে ডাকে।

এ পাওয়া অনুগ্রহ ও স্বাধীনতা ও জীবনধারণ থেকে নির্গত পার্থক্য বিষয়ে কথা বলার পর তিনি এ দত্তকপুত্রত্বের উৎকৃষ্টতার আর একটা সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন: *স্বয়ং ঐশআত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে।* আমরা কি উত্তরাধিকারী? হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি বলেন, *ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী;* এমনকি, উত্তরাধিকারী বলা যথেষ্ট নয়, তিনি একথাও বলেন, *আমরা খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী।* তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, কতই না জোরে তিনি প্রভুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ দিচ্ছেন? এর কারণ হল এই: যেহেতু সকল সন্তান সবসময়ই উত্তরাধিকারী এমন নয়, সেজন্য তিনি দেখাচ্ছেন, আমরা সন্তান ও উত্তরাধিকারী। আরও, যেহেতু সকল উত্তরাধিকারী যে মহা ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী এমন নয়, সেজন্য তিনি দেখাচ্ছেন, আমরা এও পেয়েছি যে, ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠলাম। আরও, যেহেতু এমনটি হতে পারে যে, ঈশ্বরের যতই উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না কেন, তবু সেই একমাত্র পুত্রের তত সহউত্তরাধিকারী নাও হওয়া যেতে পারে, সেজন্য তিনি দেখাচ্ছেন, আমাদের এও দেওয়া হয়েছে। এখন ভেবে দেখ, ঈশ্বরের সন্তান হওয়া যখন অগাধ অনুগ্রহ, তখন উত্তরাধিকারীও হওয়া আর কতই না অপরূপ! আর এ যখন মহান একটা ব্যাপার, তখন সহউত্তরাধিকারী হওয়া আর কতই না আশ্চর্যময়!

এসব কিছু যে শুধু অনুগ্রহের দান নয়, তেমন কথা দেখাবার পর তিনি বিশ্বাসের কথাও উল্লেখ করে বলে চলেন, *অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।* কেননা আমরা যখন তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হলাম, তখন অধিক পরিমাণে তাঁর ঐশ্বর্যেরই অংশীদার হব। যারা ভাল বলতে এমন কিছুই না করলেও তাদের প্রতি যিনি তত দানশীল হলেন, তিনি যখন দেখবেন আমরা বহু কষ্ট ও অমঙ্গল বরণ করেছি, তখন কি অধিক বদান্যতার সঙ্গে আমাদের প্রতিদান দেবেন না?

শ্লোক রো ৮:১৬-১৭; তীত ৩:৪,৫,৭
℣ স্বয়ং ঐশআত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী—
℟ অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।
℣ আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর নবজন্মের জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারাই আমাদের পরিত্রাণ করলেন, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি।
℟ অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

সোমবার

প্রথম পাঠ - রো ৮:১৮-৩৯

ভাবী গৌরব নিশ্চিত

আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকস্ট তুলনার যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বর-সন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বর-সন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। কারণ প্রত্যাশায় আমরা ইতিমধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।

একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ রাখেন।

আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না? ঈশ্বর যাদের বেছে নিয়েছেন, তাদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রীষ্টযীশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন। তাই খ্রীষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে: *তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য!*

কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

শ্লোক রো ৮:২৬; জাখা ১২:৯,১০

℣ আত্মা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না;
℟ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।
℣ সেইদিন আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুসালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব।
℟ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ১৫:২

যন্ত্রণাই জগৎকে ত্রাণ করল

আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন: নবজন্মের জলপ্রক্ষালনের মধ্য দিয়েই তিনি তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন। *এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন:* অনুগ্রহ ও দত্তকপুত্রত্ব দানের মধ্য দিয়েই তিনি তাদের গৌরবান্বিত করেছেন। *তবে এই সমস্ত বিষয়ে আমরা কী বলব?* প্রেরিতদূত বলতে চান, যত বিপদ ও ফাঁদ আমাদের চারদিকে পাতা হয়, আমার কাছে সে কথা উল্লেখও করো না; কেননা এমন কেউও যদি থাকত যারা ভাবী মঙ্গলদানে বিশ্বাস রাখে না, তবু পাওয়া মঙ্গলদানগুলি তথা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, ধর্মময়তা-দান, গৌরবদান ইত্যাদি দানগুলির কথা তারা কোন মতে সন্দেহ করতে পারত না।

আর এসব কিছু তিনি তোমাকে দান করেছেন এমন চিহ্নেরই মধ্য দিয়ে যা মনে হচ্ছিল দুঃখেরই চিহ্ন; হ্যাঁ, সেই ক্রুশ, কশাঘাত ও শেকল যা তুমি অপমানজনক মনে করছিলে, ঠিক তা-ই জগতের সুব্যবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, সমগ্র বিশ্বে মুক্তি ও পরিত্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যেমন তিনি নিজ যন্ত্রণাভোগ, অর্থাৎ সেই সবকিছু যা কষ্টকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল তাই ব্যবহার করলেন, তেমনি তোমার জন্যও তাই করছেন। *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?* যারা আমাদের বিপক্ষে নয়, তারা কে কে? ধরা যাক, সমগ্র জগৎ, স্বৈরশাসকেরা, সর্বজাতি, আত্মীয়স্বজন,

দেশবাসীরাই আমাদের বিপক্ষে। আচ্ছা, তারা আমাদের বিপক্ষে হলেও তবু তারা আমাদের ক্ষতি করতে বহু দূরেই রয়েছে; এমনকি না জেনে তারা আমাদের বিজয় ও মহালাভেরই মাধ্যম হয়ে ওঠে, কেননা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা তাদের সমস্ত উস্কানি আমাদের গৌরব ও পরিত্রাণে পরিণত করেন।

তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এমন কেউই নেই যে আমাদের বিপক্ষে? যোবের কথা ধর: তাঁর গৌরবের কারণ এ হল যে, শয়তান নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দাঁড়াল: সে তাঁর বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী ও দাসদেরও তাঁর বিপক্ষ করেছিল; তাঁকে আঘাত করে পীড়ন করল, আরও হাজার মতলব তাঁর বিরুদ্ধে খাটাল; তবু এতে যোবের কোন ক্ষতি হয়নি। তা যতই বড় ব্যাপার হোক না কেন, তবুও কিছুই নয়, কারণ আসল কথা হল এ যে, শেষে সেই সবকিছু তাঁর মঙ্গল ও লাভেই পরিণত হল। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর সপক্ষে ছিলেন, সেজন্য যা কিছু মনে হচ্ছিল তাঁর বিপক্ষে তা তাঁর সপক্ষেই হয়ে যেত।

এসব কিছু প্রেরিতদূতদের বেলায়ও ঘটেছে: ইহুদীরা, বিধর্মীরা, ভণ্ড ধর্মভাইয়েরা, শাসনকর্তারা, দেশগুলি, ক্ষুধা, দরিদ্রতা, আর হাজার হাজার কিছুও তাঁদের বিপক্ষে ছিল; তবু কোন কিছু তাঁদের বাধা দিতে পারল না; এমনকি এসব কিছুই ঈশ্বর ও মানুষের সামনে তাঁদের সুনাম ও প্রশংসার যোগ্য করে তুলল। এজন্যই পল বলেন, *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?*

তিনি যা কিছু বলে এলেন, তা যথেষ্ট মনে না করে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, সেই যে প্রমাণ তিনি প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন, তথা পুত্রের মৃত্যু। তিনি বলেন, মানুষকে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপ করার জন্য ঈশ্বর তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন ও গৌরবান্বিত করেছেন; আর শুধু তাই নয়, তিনি তোমার জন্য আপন পুত্রকেও রেহাই দেননি! এজন্যই তিনি বলে চলেন, *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* যিনি আমাদের জন্য তাঁর নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, তাঁকে বরং উৎসর্গ করলেন, তিনি কি করে আমাদের ত্যাগ করবেন? তিনি সকলেরই জন্য, নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞদের জন্য, শত্রু ও নিন্দুকদের জন্যই তাঁকে উৎসর্গ করলেন। তাই *তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাদের দান করলেন, এমনকি দান করলেন শুধু নয়, আমাদের জন্য মৃত্যুর হাতেই তাঁকে সঁপে দিলেন, তখন প্রভুকে পাবার পর আকাঙ্ক্ষা করার মত তোমার বাকি কীবা থাকতে পারে? তবে তুমি যখন প্রভুকে পেয়েছ, তখন কেন অন্য কিছু নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা?

শ্লোক রো ৮:৩৬-৩৭; সাম ৪৪:১৮

প্র তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য।

উ কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

প্র আমাদের প্রতি এসব কিছু ঘটেছে এখন, অথচ তোমাকে ভুলে গেছিলাম এমন নয়।

উ কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

মঙ্গলবার

প্রথম পাঠ - রো ৯:১-১৮

ইস্রায়েলকে মনোনয়ন ও তার পাপ

ভ্রাতৃগণ, আমি খ্রীষ্টে সত্যকথা বলছি, মিথ্যা বলছি না, আমার বিবেকও পবিত্র আত্মায় আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমার হৃদয়ে ভারী দুঃখ ও নিরন্তর বেদনা রয়েছে; আহা, নিজেই এই ভিক্ষা রাখতাম, আমার ভাইদের খাতিরে—জন্মসূত্রে যারা আমার স্বজাতি, তাদের খাতিরে—আমি নিজেই যেন বিনাশ-মানতের বস্তু হয়ে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই! তারা ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই, তারাই কুলপতিদের বংশধর, মানবস্বরূপের দিক দিয়ে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রীষ্ট, যিনি সবার উপরে, ধন্য পরমেশ্বর, যুগে যুগান্তরে, আমেন।

তথাপি, ঈশ্বরের বাণী যে ব্যর্থ হয়েছে এমন নয়; কারণ ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়; আরও, আব্রাহামের বংশের মানুষ যারা, তারা সকলেই যে সন্তান, তাও নয়, কিন্তু *ইসায়াকেই তোমার নামে একটি বংশের উদ্ভব হবে।* তার অর্থ এ, যারা রক্তমাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান এমন নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে গণ্য হবে; কেননা প্রতিশ্রুতির প্রকৃত বাণী এ ছিল: *আমি বছরের এই সময়ে ফিরে আসব, তখন সারার একটি পুত্রসন্তান হবে।* শুধু তাই নয়, সেই রেবেকাও রয়েছেন, যাঁর সন্তানদের পিতা মাত্র একজন, আমাদের পিতৃপুরুষ সেই ইসায়াক: সেই সন্তানদের তখনও জন্ম হয়নি, তখনও তাঁরা ভাল-মন্দ কিছু করেননি, তবু ঈশ্বরের সেই সঙ্কল্প যা তাঁর বেছে নেওয়াটা অনুযায়ী, অর্থাৎ কর্ম-ভিত্তিতে নয়, আহ্বান ভিত্তিতেই স্থাপিত বেছে নেওয়াটা, ঈশ্বরের তেমন সঙ্কল্প যেন স্থিতমূল থাকে এজন্য তাঁকে বলা হয়েছিল, *জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে,* যেমনটি লেখা আছে: *আমি যাকোবকে ভালবেসেছি, কিন্তু এসৌকে ঘৃণা করেছি।*

তবে আমরা কী বলব? ঈশ্বর কি তাহলে অন্যায় করেন? দূরের কথা! কারণ মোশীকে তিনি বললেন, *আমি যাকে দয়া দেখাতে চাই, তাকেই দয়া দেখাব; ও যাকে করুণা দেখাতে চাই, তাকেই করুণা দেখাব।* এক কথায়, ব্যাপারটা মানুষের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার উপরে নয়, দয়া দেখান যিনি, সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে; কেননা শাস্ত্র ফারাওকে বলে: *আমি*

এজন্যই তোমাকে উন্নীত করেছি, যেন তোমাতে আমার পরাক্রম দেখাই, এবং সারা পৃথিবীতে যেন আমার নাম ঘোষণা করা হয়। এক কথায়: তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দয়া দেখান; আবার যাকে ইচ্ছা তার অন্তর কঠিন করে তোলেন।

শ্লোক রো ৯:৪,৮,৬
℣ তারা তো ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই,
℟ কিন্তু প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বংশধর বলে গণ্য হবে।
℣ কারণ ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়;
℟ কিন্তু প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বংশধর বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১০ম পুস্তক

যারা স্বর্গীয় জীবন ধারণ করে তারাই পৃথিবীতে যাত্রী ও প্রবাসী

মোশীর পুস্তকে লেখা আছে, আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, সেই বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হল আর তিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন। তাঁর সেই বিশ্বাস কী ধরনের বিশ্বাস ছিল? আর তিনি কেন ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন? তাঁকে বলা হয়েছিল, *তুমি আপন দেশ, আপন মাতৃভূমি, আপন পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব।* কিন্তু যখন খ্রীষ্টের পূর্বচ্ছবি হিসাবে আপন একমাত্র পুত্রকে বলিদান করতে তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল, তখন তাঁর কাছে ঈশ্বরে গুপ্ত সঙ্কল্পও প্রকাশ করা হয়েছিল। এজন্য ত্রাণকর্তা ইহুদীদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলেছিলেন, *তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিন দেখবার আশায় উল্লাস করলেন; তিনি তা দেখলেন ও আনন্দিত হলেন।*

সুতরাং, তাঁর বাধ্যতা ও সেই বলিদানের কারণে আব্রাহাম ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন ও ধর্মময়তার গৌরবে পরিবৃত হলেন; আর শুধু তা নয়, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সম্মানপূর্ণ সুযোগও পেয়েছিলেন, ফলে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা কালের পূর্ণতায় বাস্তবায়িত হবার কথা তাও জানতে পেরেছিলেন।

আর ঠিক কালের পূর্ণতায়ই বিশ্বপাপহর পবিত্রতম বলি সেই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন। তুমি কিন্তু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর, কেমন করে তাদেরও বেলায় একই ব্যাপার ঘটে, যারা আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বে আহূত। তারাও একথা শুনল: *তুমি তোমার দেশ ত্যাগ কর।* এবার শোন কতই না সাহসের সঙ্গে তারা উত্তর দেয়, *এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা,* যার নির্মাতা ও স্থপতি স্বয়ং ঈশ্বর। কেননা তারাই পৃথিবীতে যাত্রী ও প্রবাসী, যারা স্বর্গীয় জীবন ধারণ করে ও ঈশ্বরপ্রেমে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবী ত্যাগ করে, কারণ স্বর্গই হল সেই আবাস যা ইঙ্গিত করে ত্রাণকর্তা বলেছিলেন, *আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি; আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও যেন থাকতে পার।* তারা বুঝতে পেরেছে, পিতৃগৃহ ত্যাগ করতেই হবে।

তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? খ্রীষ্ট নিজেই উত্তর দেন: *যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়।* কোন সন্দেহ নেই: ঈশ্বরের বন্ধুত্ব পার্থিব ও সাংসারিক যে কোন আত্মীয়তার ঊর্ধ্বেই রয়েছে, এবং তাঁর সেবকদের কাছে খ্রীষ্টপ্রেম সত্যিই সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আব্রাহামের কাছে আদেশটা ছিল, তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজ পুত্রকে সুগন্ধী বলিরূপে উৎসর্গ করবেন; অন্য দিকে এদের কাছে আদেশটা হল, তারা বিশ্বাস ও ধর্মময়তায় কোমর বেঁধে অন্য কাউকে নয়, নিজেদেরই উৎসর্গ করবে। প্রেরিতদূত বলেন, *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা।* এদের বিষয়ে এ কথাও লেখা আছে, *যারা খ্রীষ্টযীশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে।*

তারাও খ্রীষ্ট-রহস্য জানতে পেরেছে। হ্যাঁ, তারা জানে, তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার ও তাদের খ্রীষ্টভক্তির প্রতিদান স্বরূপ তাদের দেওয়া হবে ভাবী যুগের যত মঙ্গলদান ও চরম কালের যত আশীর্বাদ। এজন্য আব্রাহামের মত তারাও ধর্মময় ও ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হবে।

শ্লোক ২ করি ৫:৭-৯; হিব্রু ১৩:১৪
℣ আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।
℟ এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।
℣ এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা।
℟ এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

বুধবার

প্রথম পাঠ - রো ৯:১৯-৩৩

ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতা

ভাই, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: তবে তিনি আবার অসন্তুষ্ট কেন, যখন তাঁর ইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পারে এমন

কেউ নেই? হে মানুষ, তুমিই বরং কে যে ঈশ্বরকে প্রতিবাদ করছ? *কুমোরের গড়া পাত্র কি কুমোরকে বলতে পারে, আমাকে কেন এভাবে গড়েছ?* মাটির উপরে কি কুমোরের এমন কোন অধিকার নেই যে, একই মাটির তাল থেকে সে একটা পাত্র বিশেষ ব্যবহারের জন্য, ও একটা পাত্র সাধারণ ব্যবহারের জন্য গড়তে পারে? তবে নিজের ক্রোধ দেখাবার ইচ্ছায় ও নিজের পরাক্রম জানাবার ইচ্ছায় ঈশ্বর যখন ক্রোধের এমন পাত্রগুলিকে অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করেছেন যেগুলি ইতিমধ্যে বিনাশের জন্য প্রস্তুত ছিল, এবং তেমনটি করেছেন যেন দয়ার এমন পাত্রগুলির উপর তাঁর নিজের গৌরবের ঐশ্বর্য জ্ঞাত করতে পারেন, গৌরবের উদ্দেশেই যেগুলি তিনি আগে থেকে প্রস্তুত করেছিলেন, তখন আমাদের কি বলার আছে? হ্যাঁ, আমরাই এই পাত্রগুলি; আমাদেরই তিনি আহ্বান করেছেন, ইহুদীদের মধ্য থেকে শুধু নয়, বিজাতীয়দেরও মধ্য থেকে আমাদের আহ্বান করেছেন; ঠিক যেমনটি হোসেয়া বলেন: *যে জনগণ আমার আপন জনগণ ছিল না, আমি তাদের আমার আপন জনগণ বলে ডাকব; আর যে প্রিয়তমা ছিল না, তাকে আমার প্রিয়তমা বলে ডাকব। আর এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার আপন জনগণ নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।* আর ইস্রায়েলের বিষয়ে ইসাইয়া একথা ঘোষণা করেন: *ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকণার মত হয়েও তবু কেবল একটা অবশিষ্টাংশ পরিত্রাণ পাবে; কারণ প্রভু পৃথিবী জুড়ে নিজের বাণীর সিদ্ধি ঘটাবেন, সম্পূর্ণরূপে ও নির্দ্বিধায়ই তাই করবেন।* আবার ইসাইয়া যেমন আগে থেকে বলেছিলেন, *সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য একটা বংশ অবশিষ্ট না রাখতেন, তবে আমরা সদোমের মত হতাম, ও গমোরার সদৃশ হতাম।*

তবে আমরা কী বলব? সেই বিজাতীয়রা, যারা ধর্মময়তা পাবার জন্য চেষ্টা করছিল না, তারাই ধর্মময়তা পেল: বিশ্বাস থেকেই আগত ধর্মময়তা পেল; কিন্তু ইস্রায়েল ধর্মময়তা-দানকারী এমন একটা বিধান পাবার জন্য চেষ্টা করেও সেই বিধানের নাগাল পায়নি। এর কারণ কী? কারণ তারা বিশ্বাসের মধ্য থেকে তা পাবার চেষ্টা করছিল না, কিন্তু মনে করছিল, কর্মের মধ্য থেকেই তা পাবে। আসলে তারা সেই হোঁচটের প্রস্তরেই হোঁচট খেয়েছে, যেমন লেখা আছে, দেখ, *আমি সিয়োনে একটা হোঁচটের প্রস্তর ও একটা স্খলনের পাথর স্থাপন করছি; কিন্তু যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।*

শ্লোক হো ২:২৫; রো ৯:২৩,২৫

℟ যার নাম স্নেহবঞ্চিতা আমি তাকে স্নেহ করব,
℣ যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; আর সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।
℟ আপন গৌরবের ঐশ্বর্য জ্ঞাত করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করলেন, ঠিক যেমনটি হোসেয়া বলেন,
℣ যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; আর সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - গালাতীয়দের কাছে পত্রে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা ১ম পুস্তক ২৭-২৮

খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীই আব্রাহামের একমাত্র বংশ

প্রেরিতদূত বলেন, *বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেল। আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম; কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।* এভাবে তিনি তাদের ভর্ৎসনা করেন, যারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অর্থশূন্য করে দেয় ও পরিচালক দাসের অধীনে এখনও থাকতে চায়—স্বাধীনতার কাছে যিনি আমাদের আহ্বান করলেন তিনি ঠিক যেন এখনও আসেননি!

যখন তিনি বলেন, দীক্ষাস্নাত মানুষ খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে বিধায় বিশ্বাসগুণে সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, তখন তিনি দেখাতে চান, পরিচালক দাসের অধীনে কখনও না থাকা সত্ত্বেও বিজাতীয়রা নিজেদের তাঁর সন্তান বলে গণ্য করতে যেন আশাভ্রষ্ট না হয়। বিশ্বাসগুণে খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে বিধায় সকলেই সন্তান হয়ে ওঠে—স্বরূপে নয়, অর্থাৎ সেই একমাত্র পুত্রের মত নয় যিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও; আবার, তারা যে প্রজ্ঞা-ব্যক্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলি একপ্রকার দখল করেছে, এ অর্থেও নয়। একমাত্র মধ্যস্থ সেই খ্রীষ্ট প্রজ্ঞার সঙ্গে এক—প্রজ্ঞা কারও হস্তক্ষেপ বা অন্য কোন মধ্যস্থের সহযোগিতা ছাড়াই তাঁকে আপন মানবতায় ধারণ করল। তারা বরং মধ্যস্থে বিশ্বাসের গুণে ও বিশ্বাসের ফলেই প্রজ্ঞার সহভাগী হয়ে সন্তান হয়ে ওঠে।

তেমন বিশ্বাসে ইহুদী ও গ্রীক, ক্রীতদাস ও স্বাধীন মানুষ, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, কারণ যারা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী তারা খ্রীষ্টযীশুতে এক। আর যখন এ হল সেই বিশ্বাসের ফল, যা অনুসারে মানুষ এ জীবনকালে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করে, তখন আর কতই না পূর্ণ ও নিখুঁত হবে দর্শনেরই ফল, যা অনুসারে আমরা তাঁকে মুখোমুখিই দেখতে পাব!

কেননা এখন বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণে আমরা জীবনদায়ী আত্মার প্রথমফল পাওয়া সত্ত্বেও, যেহেতু পাপের দরুন দেহ এখনও মৃত্যুর অধীন, সেজন্য ইহুদী-গ্রীক বা সামাজিক শ্রেণী-লিঙ্গ সংক্রান্ত এ সমস্ত ব্যবধান বিশ্বাসের ঐক্য দ্বারা বাতিল করে দেওয়া সত্ত্বেও এ জীবনকালে তা এখনও থেকে যাচ্ছে। প্রেরিতদূতেরাও আমাদের শিক্ষা দেন, ইহলোকে এ সমস্ত ব্যবধান রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়; এমনকি, জাতীয়তা, ক্রীতদাস-মনিব অবস্থা, লিঙ্গ বা প্রতীয়মান অন্য যে কোন ব্যবধান রক্ষা করেও আমরা যেন সবাই মিলে জীবন যাপন করতে পারি, এজন্য তাঁরা অধিক উপযুক্ত নিয়ম দান করেন। তাঁদের আগে প্রভু নিজেই বলেছিলেন, *যা সীজারের, তা সীজারকে দাও; যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকে দাও।*

প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলে এক;* কিন্তু উপরোল্লিখিত ব্যবধানের কথার জোরে বলে চলেন, *আর তোমরা যখন খ্রীষ্টের,* তখন অনুমান করা যায় *তোমরা আব্রাহামের বংশ।* এর অর্থ এরূপ: খ্রীষ্টযীশুতে তোমরা সকলে এক, ফলে তোমরাই আব্রাহামের বংশধর। কেননা আগে তিনি বলেছিলেন, *শাস্ত্র বহুবচনে 'আর তোমার বংশধরদের প্রতি'*

না ব'লে একবচনে বলে, 'আর তোমার বংশধরের প্রতি', যে বংশধর স্বয়ং খ্রীষ্ট। সুতরাং তিনি এখানে দেখাচ্ছেন, খ্রীষ্টই সেই একমাত্র বংশধর; তবু একমাত্র মধ্যস্থ হিসাবে খ্রীষ্টের দিকে শুধু নয়, বরং খ্রীষ্ট যার মাথা, তাঁর দেহ-মণ্ডলীর দিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। আর তিনি তাই বলেন যেন সকলেই খ্রীষ্টে এক হতে পারে ও প্রতিশ্রুতি মত বিশ্বাসগুণে সেই উত্তরাধিকারও পেতে পারে। খ্রীষ্টের আগমনের প্রতীক্ষায় জনগণ উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত পরিচালক দাসের রক্ষণাবেক্ষণের অধীনেই যেন বিধানের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকল; অর্থাৎ কিনা তারা সেই পর্যন্তই আবদ্ধ হয়ে থাকল, যে পর্যন্ত সেই জনগণের মধ্য থেকে যারা ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে আহূত হওয়ার কথা, তারা স্বাধীনতার কাছে আহূত না হল।

শ্লোক গা ৩:২৬-২৭; ১ করি ৬:১৫

প্র তোমরা সকলেই খ্রীষ্টযীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান,

উ কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।

প্র তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ,

উ কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।

বৃহস্পতিবার

প্রথম পাঠ - রো ১০:১-২১

ঈশ্বর সকলেরই প্রভু

ভাই, আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা ও ঈশ্বরের কাছে আমার মিনতি তাদেরই খাতিরে, তারা যেন পরিত্রাণ পেতে পারে। তাদের পক্ষে আমি স্বীকার করি, ঈশ্বরের প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ আছে, কিন্তু তা যথার্থ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয়। কেননা ঈশ্বরের ধর্মময়তা বুঝতে চেষ্টা না করে বরং নিজেদেরই ধর্মময়তা স্থাপন করতে চেষ্টা করায় তারা ঈশ্বরের ধর্মময়তার বশে নিজেদের বশীভূত করেনি; অথচ খ্রীষ্টই বিধানের লক্ষ্য, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন ধর্মময়তা লাভ করতে পারে। বিধানজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে মোশী একথা বলেন, *যে মানুষ তা পালন করে, সে তাতে জীবন পাবে;* কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে তিনি এ ধরনেরই কথা বলেন, *মনে মনে বলো না, কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে?* অর্থাৎ, খ্রীষ্টকে নামিয়ে আনবার জন্য কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? একথাও বলো না, *কে পাতালে নেমে যাবে?* অর্থাৎ, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে উঠিয়ে আনবার জন্য কে পাতালে নেমে যাবে? আসলে শাস্ত্র কী বলে? *সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে।* অর্থাৎ, এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি; কেননা মুখে তুমি যদি যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। কেননা হৃদয়ে বিশ্বাস করেই তো মানুষ লাভ করে ধর্মময়তা, আর মুখে তা স্বীকার করেই তো সে লাভ করে পরিত্রাণ। কেননা শাস্ত্র বলে, *যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না,* কারণ ইহুদী ও গ্রীকের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, যেহেতু তিনিই সকলের প্রভু, আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। বাস্তবিকই *যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।* তবে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেনি, তারা কেমন করে তাঁকে ডাকবে? আর যাঁর কথা তারা কখনও শোনেনি, কেমন করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে? আরও, প্রচারক না থাকলে, তারা কেমন করে শুনবে? আর প্রেরিত না হলে তারা কেমন করে প্রচার করবে? যেমনটি লেখা আছে, *আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে!* কিন্তু সকলেই যে সেই শুভসংবাদে সাড়া দিয়েছে এমন নয়; ইসাইয়া যেমনটি বলেন, *প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?* এক কথায়: বিশ্বাস প্রচারের উপর নির্ভর করে, আবার প্রচার খ্রীষ্টের বচন দ্বারাই সাধিত। কিন্তু আমি বলি: তবে তারা কি শুনতে পায়নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে!

সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন।

তবু আমি আবার বলি: ইস্রায়েল কি বুঝতে পারেনি? এবিষয়ে মোশী প্রথমে বলেন,

যে জাতি জাতি নয়,
আমি তেমন জাতির প্রতিই তোমাদের ঈর্ষাতুর করব;
মূর্খ এক জাতির প্রতি তোমাদের ক্ষুব্ধ করে তুলব।

আর ইসাইয়া অধিক সাহসের সঙ্গে বলেন,

যারা আমার খোঁজ করত না,
তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি;
যারা আমার কাছে কোন যাচ্না রাখত না,
তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।

কিন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি বলেন, *আমি সারাদিন ধরে অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জনগণের প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলাম।*

শ্লোক রো ১০:১২-১৩; ১৫:৮-৯

প্র স্বয়ং খ্রীষ্টই সকলের প্রভু; আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান;

উ কেননা যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।

℣ আমার কথা এ : খ্রীষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন যেন কুলপতিদের প্রতি উচ্চারিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন ; এবং বিজাতীয়রাও যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করে।
℟ কেননা যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি পত্র ২৯ :৬,৮,৯

আমরা খ্রীষ্টের কথা প্রচার করি

আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে ও শান্তি ঘোষণা করে! যাঁরা শুভসংবাদ প্রচার করেন, পিতর, পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূত ছাড়া তাঁরা আর কেইবা হতে পারেন? প্রভু যীশুর কথা ছাড়া তাঁরা আর কীবা প্রচার করেন? তিনিই তো আমাদের শান্তি, তিনিই তো পরম মঙ্গল ; কারণ তিনি মঙ্গলময় পিতা থেকে আগত পরমমঙ্গল। পরিশেষে তাঁর সেই আত্মাও মঙ্গলময়, যিনি তাঁর কাছ থেকে সবকিছু নেন ও ঈশ্বরের সেবকদের সরল পথে চালিত করেন। ঈশ্বরের আত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে কেবা অস্বীকার করবে তিনি মঙ্গলময়, যখন তিনি নিজে বলেন, *আমি মঙ্গলকারী বিধায় তুমি কি হিংসুক?* তাই তেমন মঙ্গল আমাদের আত্মায় ও আমাদের মনের গভীরে আগমন করুক, কারণ যারা তাঁর কাছে যাচ্না করে, ঈশ্বর তাদের প্রচুরমাত্রায় উপকার দান করেন। তিনিই আমাদের ধন, তিনিই আমাদের পথ, তিনিই আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের ধর্মময়তা, আমাদের রাখাল, মঙ্গলময় রাখাল, তিনিই তো আমাদের জীবন। দেখ একমাত্র মঙ্গলদানে কতগুলো না মঙ্গলদান সঞ্চিত! সুসমাচার-রচয়িতাগণ এ সমস্ত মঙ্গলের কথাই আমাদের কাছে প্রচার করেন।

সুতরাং প্রভু যীশু নিজেই সেই পরম মঙ্গল যা আমাদের কাছে নবীদের দ্বারা পূর্বপ্রদর্শিত, স্বর্গদূতদের দ্বারা ঘোষিত, পিতা দ্বারা প্রতিশ্রুত ও প্রেরিতদূতদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। তিনি পরিপক্বতার মতই যেন আমাদের কাছে এলেন ; কিন্তু সাধারণ পরিপক্বতার মত শুধু নয়, পাহাড়পর্বতে ফসলের পরিপক্বতার মতই তিনি উপস্থিত হলেন ও প্রথম আমাদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করলেন, যাতে আমাদের মনোভাবে অপক্ব বা কাঁচা কিছু না থাকে, ও আমাদের কাজকর্ম ও আচরণে হিংস্র বা তীব্র কিছু না থাকে। এজন্য তিনি এ কথাও বলেন, *আমি যে আগে তোমাদের কাছে কথা বলতাম, সেই আমি এসে গেছি।* অর্থাৎ, আমি যে একসময় নবীদের দ্বারা কথা বলতাম, সেই আমি এখন সেই দেহে উপস্থিত, যে দেহ কুমারী থেকে ধারণ করলাম : আমি ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্তি রূপে ও তাঁর স্বরূপের চিহ্নরূপে উপস্থিত ; আমি মানবরূপেও উপস্থিত।

সুতরাং এসো, যাঁর মধ্যে পরম মঙ্গল বিরাজিত, তাঁর কাছে এগিয়ে যাই, কারণ তিনি নিজেই মঙ্গলময়তা ; তিনি নিজেই ইস্রায়েলের ধৈর্য, যিনি মনপরিবর্তনের দিকে তোমাকে আহ্বান করেন যাতে তোমাকে বিচারে না আসতে হয়, বরং তুমি যেন পাপের ক্ষমা লাভ করতে পার। তিনি বলছেন, *মনপরিবর্তন কর।* তিনি এমন পরম মঙ্গল যাঁর কোন অভাব নেই, বরং সবকিছুতে ধনবান। তিনি এমন ধনবান যে *আমরা সকলে*—সুসমাচার-রচয়িতার কথায়—*তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি* ও তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছি।

শ্লোক ১ যোহন ৫ :২০,১১
℣ আমরা তো জানি : ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, এবং সত্যময় ঈশ্বরকে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আর আমরা তাঁর সেই সত্যময় পুত্রে আছি ;
℟ তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।
℣ অনন্ত জীবনকেই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এবং তাঁর পুত্রেই সেই জীবন ;
℟ তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

শুক্রবার

প্রথম পাঠ - রো ১১ :১-১২

ইস্রায়েল ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত নয়

ভ্রাতৃগণ, আমি বলি, ঈশ্বর কি তাঁর আপন জনগণকে পরিত্যাগ করেছেন? দূরের কথা! আমিও একজন ইস্রায়েলীয়, আব্রাহাম-বংশের ও বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর মানুষ। ঈশ্বর যে জনগণকে আগে থেকেই জানতেন, তাদের পরিত্যাগ করেননি। নাকি, এলিয়ের কাহিনীতে শাস্ত্র যা বলে তোমরা কি তা জান না? তিনি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে এই অভিযোগ রেখেছিলেন :

প্রভু, তারা তোমার নবীদের হত্যা করেছে,
তোমার সমস্ত যজ্ঞবেদি উপড়ে ফেলে দিয়েছে ;
আর আমি, একা আমিই অবশিষ্ট রইলাম,
আর তারা এখন আমার প্রাণ নেবার জন্য সচেষ্ট আছে।

কিন্তু দৈববাণী তাঁকে কী উত্তর দেয়?

বায়ালের সামনে যারা নতজানু হয়নি,
এমন সাত হাজার মানুষকে আমি নিজের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি।

তেমনি বর্তমানকালেও অনুগ্রহের বেছে নেওয়াটা অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে। আর এই বেছে নেওয়াটা যখন অনুগ্রহজনিত, তখন কর্মজনিত হতে পারে না ; নতুবা অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই হবে না।

তবে কী? ইস্রায়েল যা সন্ধান করছিল, তা পায়নি, কিন্তু যাদের বেছে নেওয়া হয়েছিল, কেবল তারাই তা পেয়েছে; আর বাকি সকলের অন্তরকে কঠিন করা হয়েছে, যেমনটি লেখা আছে,

ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন:
এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না;
এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না—আজও পর্যন্ত!

আর দাউদ বলেন:

ওদের অন্নভোজ হোক ওদের নিজেদের ফাঁদ, ওদের নিজেদের ফাঁস;
হোক ওদের নিজেদের স্খলন ও যোগ্য প্রতিফল।
ওদের চোখ অন্ধ হোক ওরা যেন না দেখতে পায়,
ওদের পিঠ তুমি সবসময়ের মত কুব্জ করে রাখ।

তবে আমি বলি, তারা কি হোঁচট খেয়েছে যেন তাদের শেষ পতন ঘটে? দূরের কথা! বরং তাদের প্রায়-পতনের ফলে বিজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণ এসেছে, যেন তাদের অন্তরে ঈর্ষার ভাব জেগে ওঠে। আচ্ছা, তাদের প্রায়-পতন যখন হল জগতের ঐশ্বর্য, ও তাদের কমতি হল বিজাতীয়দের ঐশ্বর্য, তখন তাদের পূর্ণ বাড়তি আর কি না হবে!

শ্লোক রো ১১:৫,৭,৮; যোহন ১২:৪১
প্‌ এ বর্তমান কালেও ইস্রায়েলে অনুগ্রহের বেছে নেওয়াটা অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে; আর বাকি সকলের অন্তরকে কঠিন করা হয়েছে, যেমনটি লেখা আছে:
উ‌ ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন; এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না; এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না।
প্‌ খ্রীষ্টের গৌরব দেখতে পেয়ে ইসাইয়া একথা বলেছিলেন:
উ‌ ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন; এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না; এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ১

আমরা খ্রীষ্টান, অর্থাৎ ঈশ্বরের আপন জাতি বলে অভিহিত

আমি পুব দিক থেকে তোমার বংশকে আনব, পশ্চিম দিক থেকে তোমাকে জড় করব: তিনি ইহুদী ও বিজাতীয়দের নিয়ে গঠিত সমাজগৃহ তথা মণ্ডলীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, পুব ও পশ্চিম থেকে, অর্থাৎ জগতের সমস্ত অঞ্চল ও স্থান থেকে সকলকেই একত্রিত করবেন।

যখন তিনি সেই পুত্র-কন্যাদের কথা উল্লেখ করেন যারা চারদিক থেকে ছুটে আসবে, তখন খ্রীষ্টের আগমনের সময়ের কথা ইঙ্গিত করেন, সেসময়ই তো জগদ্বাসীদের কাছে আত্মায় পবিত্রীকরণ দ্বারা দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। যখন তিনি বলেন, *যারা আমার নাম অনুসারে অভিহিত,* তখন মাত্র এক জাতির জন্য নয়, বরং এমন আহ্বানের কথা নির্দেশ করেন যা সকলেরই জন্য সাধারণ ও অনন্য আহ্বান। বস্তুতপক্ষে আমরা খ্রীষ্টান, অর্থাৎ ঈশ্বরের আপন জাতি বলে অভিহিত। এভাবে পিতরও, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত যারা, তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে বলেন, *কিন্তু তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন জাতি যাকে ঈশ্বর নিজেরই জন্য কিনেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।*

আমরা আসলে পবিত্রীকরণ দ্বারা খ্রীষ্টে নবায়িত হয়েছি; তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যে সেই স্বরূপেরই প্রাচীন সৌন্দর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি যা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে যিনি আমাদের গড়লেন; তাছাড়া জীবনের নবীনতার উদ্দেশ্যে আমাদের কেমন যেন প্রাথমিক যত বিষয় সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে: পাপ ও দুষ্কর্মের যত কুঅভ্যাস ত্যাগ করে আমরা ভুলভ্রান্তির কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত সেই পুরনো মানুষ ফেলে সেই নতুন মানুষ পরিধান করেছি, যে মানুষ তাঁরই প্রতিমূর্তিতে নবায়িত যিনি স্বয়ং তাকে গড়লেন। খ্রীষ্টেই তো সাধিত হল সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাকে নবসৃষ্টিও বলে। তেমন নবসৃষ্টি আমরা ক্ষয়শীল বীজ থেকে নয়, জীবনময় ও সনাতন ঈশ্বরের বাণী থেকেই পেয়েছি।

সুতরাং এই যে জনগণ জগতের চারদিক থেকে একত্রিত ও আমার নিজের নাম অনুসারে অভিহিত, অন্য কেউ নয়, আমি নিজে আমার নিজের গৌরবার্থেই তাদের সৃষ্টি, গঠন ও নির্মাণ করেছি। তবে পিতা ঈশ্বরের গৌরবের কথা বলতে গিয়ে তা কেবল পুত্রেরই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিধেয়, যেহেতু তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যেই পিতা মহিমান্বিত, যেমন তিনি নিজে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, *আমি তোমাকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করেছি।* এতে তাঁর বিশ্বাসী আমরা অধিক নিশ্চয়তার সঙ্গে অবগত যে, মানুষ তাঁর দ্বারাই গড়া হয়েছে যেন তাঁর সমরূপ হয়ে উঠে অন্তরাত্মায় ঐশস্বরূপের জ্যোতিপ্রদ সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। এধরনের কথা সামসঙ্গীতের রচয়িতাও বললেন, *ভাবী যুগের মানুষের জন্য একথা লেখাই থাকবে, তবে নবসৃষ্ট এক জাতি প্রভুর প্রশংসা করবে।* তাছাড়া যখন তিনি বলেন, *আমি অন্ধ এক জাতিকে বের করে আনলাম,* তখন স্পষ্টভাবে তাঁর পরাক্রমের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন, যা কোন কথা বোঝাতে পারে না, বরং যা সত্যিই চমৎকার। কেননা যাদের মন ও হৃদয় একসময় শয়তানের শঠতায় ও ভুলভ্রান্তির তমসায় চারদিকে আবিষ্ট ছিল, তাদের তিনি দীপ্তিময় করে তুললেন ও প্রভাতী তারা রূপেই যেন তাদের উপর আলো বিকিরণ করলেন; হ্যাঁ, তাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য বলে উদিত হয়ে তিনি তাদের রাত্রির ও অন্ধকারের সন্তান নয়, বরং—প্রজ্ঞাপূর্ণ পলের বর্ণনা অনুসারে—আলো ও দিনেরই সন্তান করলেন।

শ্লোক রো ৯:২৪,২৫,২৬; হো ২:২৫
℣ ঈশ্বর ইহুদীদের মধ্য থেকে শুধু নয়, বিজাতীয়দেরও মধ্য থেকে আমাদের আহ্বান করেছেন, ঠিক যেমনটি হোসেয়া বলেন,
℟ এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।
℣ যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; আর সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।
℟ এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।

শনিবার

প্রথম পাঠ - রো ১১:১৩-২৪

শিকড়টা যদি পবিত্র, তবে শাখাগুলোও পবিত্র

হে বিজাতীয়রা, আমি তোমাদের একথা বলছি: বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত বলে আমি আমার সেবাদায়িত্বের গৌরব প্রকাশ করি, এই আশায় যে, আমার স্বজাতিদের অন্তরে কোন প্রকার ঈর্ষার ভাব জাগিয়ে তুলে তাদের কারও কারও পরিত্রাণ সাধন করতে পারব। কারণ তাদের দূরে রাখাটা যখন হল জগতের পুনর্মিলন, তখন তাদের ফিরিয়ে নেওয়াটা মৃতদের মধ্য থেকে পুনর্জীবন লাভ ছাড়া আর কীবা হতে পারবে?

প্রথমফসল যদি পবিত্র, তবে বাকি ময়দার তালও পবিত্র; শিকড়টা যদি পবিত্র, তবে শাখাগুলোও পবিত্র। কিন্তু কয়েকটা শাখা যদি ভেঙে ফেলা হয়ে থাকে, এবং তুমি বন্য জলপাইগাছের চারা হলেও যদি সেগুলির সঙ্গে জোড়-কলম করে লাগিয়ে দেওয়া হয়ে থাক, যার ফলে তুমি জলপাইগাছের শিকড়ের ও তার রসের অংশী হলে, তবে সেই শাখাগুলির বিরুদ্ধে তত গর্ব করো না; আর যদি গর্ব করতে চাও, তবে জেনে রাখ, তুমি শিকড় ধারণ করছ এমন নয়, শিকড়টাই তোমাকে ধারণ করছে।

এতে তুমি বলবে, আমাকে যেন জোড়-কলম করে লাগানো হয়, এজন্যই শাখাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। ঠিক! সেগুলিকে অবিশ্বাসের জন্যই ভেঙে ফেলা হয়েছে, তুমি কিন্তু বিশ্বাসের জন্যই দাঁড়াতে পারছ। এই ব্যাপারে অহঙ্কারের ভাব এনো না, বরং ভয় কর, কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে রেহাই দেননি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন না। সুতরাং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও তাঁর কঠোরতা লক্ষ কর: যাদের পতন ঘটল, তাদের প্রতি কঠোরতা, এবং তোমার প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা—অবশ্য, যতদিন তুমি সেই মঙ্গলময়তায় নিষ্ঠাবান থাক। নতুবা তোমাকেও ছিন্ন করা হবে। আর ওরা যদি নিজেদের অবিশ্বাসে না টিকে থাকে, তবে ওদেরও জোড়-কলম করে লাগানো হবে, কারণ ওদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। বস্তুত যেটা প্রকৃতিগত ভাবে ছিল বন্য জলপাইগাছ, তা থেকে তোমাকে কেটে নিয়ে যখন প্রকৃতিগত ভাবে নয় এমন ভাবেই উত্তম গাছে জোড়-কলম করে লাগানো হয়েছে, তখন একথা আর কতই না নিশ্চিত যে, প্রকৃত শাখা হওয়ায় ওদের নিজেদের জলপাইগাছে জোড়-কলম করে লাগানো হবে।

শ্লোক রো ১১:২৩; ২ করি ৩:১৬
℣ যাদের পতন ঘটল, তারা যদি নিজেদের অবিশ্বাসে না টিকে থাকে, তবে ওদেরও জোড়-কলম করে লাগানো হবে;
℟ কারণ তাদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে।
℣ তারা যখন প্রভুর কাছে ফিরবে, তখন তাদের হৃদয় থেকে সেই আবরণ উঠিয়ে ফেলা হবে;
℟ কারণ তাদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, মণ্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা বিধর্মীদের কাছে ৪-৫

তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে আমার শিষ্য কর

জগতের জন্য স্বেচ্ছায় আপন প্রাণ সঁপে দেবার আগে প্রভু যীশু এমনভাবে প্রৈরিতিক সেবাকর্মের ব্যবস্থা করলেন ও পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করতে প্রতিশ্রুত হলেন যাতে পরিত্রাণকর্মের সফলতা-সাধনে প্রৈরিতিক সেবাকর্ম ও পবিত্র আত্মা উভয়ই সর্বত্র ও সর্বক্ষণ পরস্পর সহযোগিতা করেন।

প্রাণরূপেই যেন পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঞ্জীবিত ক'রে ও ভক্তদের হৃদয়ে যার যার প্রেরণকর্মের জন্য সেই প্রেরণা সঞ্চার ক'রে যা দ্বারা যীশু নিজেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সর্বযুগ ধরে গোটা মণ্ডলীকে সহভাগিতা ও সেবাকর্মে একীভূত করে থাকেন এবং নানা প্রকার পদশ্রেণীবদ্ধগত ও অনুগ্রহগত দানে তাকে ভূষিত করে থাকেন। সময় সময় তিনি প্রৈরিতিক কর্মের পূর্বক্ষণেও প্রকাশ্যে ক্রিয়াশীলভাবে উপস্থিত; আবার তিনি নানাভাবে সেই কর্মের পাশে পাশে যাত্রা করেন, কাজটা চালিতও করে থাকেন।

প্রভু যীশু শুরু থেকেই *যাদের ইচ্ছা করলেন তাঁদের কাছে ডাকলেন, আর বারোজনকে নিযুক্ত করলেন তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; তাঁদের তিনি প্রচার করতে প্রেরণ করলেন।* এভাবে প্রেরিতদূতেরা একাধারে হলেন নব ইস্রায়েলের বীজ ও পুণ্য পদশ্রেণীবদ্ধতার সূচনা। পরবর্তীতে, নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা নিজেরই মধ্যে পরিত্রাণের ও সার্বজনীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার রহস্যগুলি পূর্ণ করে প্রভু—স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার যাঁর প্রাপ্য—স্বর্গে আরোহণ করার আগে নিজ মণ্ডলীকে পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন ও নিজে যেমন একসময় পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন তেমনি নিজ প্রেরিতদূতদের সমগ্র জগতে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, *সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার*

শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। এ থেকেই উদ্ভূত মণ্ডলীর কর্তব্য, তথা খ্রীষ্টবিশ্বাস ও খ্রীষ্টপরিত্রাণ বিস্তার করা—একদিকে সেই সুস্পষ্ট আদেশ গুণে যা ধর্মপাল-সম্প্রদায় পুরোহিতদের সহযোগিতায় ও মণ্ডলীর প্রধান পালক সেই পিতরের উত্তরাধিকারীর ঐক্যে প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে পেয়েছে; অপরদিকে সেই জীবন গুণে, যে জীবন খ্রীষ্ট নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চার করে থাকেন।

অতএব মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম এমন কাজেই সিদ্ধি লাভ করে, যা অনুসারে খ্রীষ্টের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা গুণে ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও ভালবাসায় উদ্দীপিত হয়ে মণ্ডলী বাস্তবরূপে সকল মানুষ ও জাতির কাছে নিজেকে উপস্থিত করে, যেন জীবনাদর্শ, বাণীপ্রচার, সাক্রামেন্তগুলো ও অনুগ্রহের অন্যান্য উপায়ের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাস, তাঁর মুক্তি ও শান্তির কাছে তাদের চালিত করতে পারে; ফলত সে যেন খ্রীষ্ট-রহস্যে পূর্ণমাত্রায় অংশ নেবার জন্য তাদের পথ বাধামুক্ত ও নিরাপদ করতে পারে।

শ্লোক মার্ক ১৬:১৫-১৬; যোহন ৩:৫

℣ তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর।
℟ যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে।
℣ জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।
℟ যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে।